খোস গল্প বা এক ঝাঁক হাসি



কৃতবিদ্য যুবকাদির বিশুদ্ধ আমোদের জন্য

বৈদ্যপুর নিবাসী

শ্রীজগদ্বন্ধু শর্ম্মা সংগৃহীত ও রচিত।

কলিকাতা।

এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত।

১ নং সোয়ালো লেন।

১৩০১।

মূল্য ।০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

খোসগল্প বা একশাই হাসি, প্রকাশিত হইল; ইহা কোন গ্রন্থ বিশেষের অনুবাদ বা স্বকপোলকল্পিত নহে, আমাদিগের দেশে লোক পরম্পরায় উক্তি প্রত্যুক্তিস্থলে যে সকল হাস্যজনক কথার কৌশল প্রচারিত আছে তাহা পূর্ব্বতন ব্যক্তিগণের অন্তর্ধানের সহিত অন্তর্হিত হইতেছে বিবেচনা করিয়া উল্লিখিত সুরস ও কৌশলপূর্ণ গল্পগুলি জীবিত রাখিবার মানসে গ্রন্থবদ্ধ করতঃ প্রকাশ করা গেল। গল্পগুলি যে সুবুদ্ধি সুরসিক ও সুপণ্ডিতগণের রচিত তাহার আর বিকল্প নাই, প্রত্যেকটীই প্রায় হাস্যরসোদ্দীপক, ও নীতি প্রকাশক। মহাত্মা চানক্য সংগৃহিত শ্লোকমালার ন্যায়, ইহার গল্পাষ্টশতক উদাহরণরূপে নানা কথায় ব্যবহৃত এবং যুবক বা প্রবীনগণের অবসর সময়ে ব্যবহারে আমোদ ও সহাস্য উল্লাস উপস্থিত হইতে পারে, এই আশা ও ভরসায় ইহা প্রকাশ করা হইয়াছে।

ইহাতে অশ্লীলভাবের গল্প যদিও কোন কোনটি পাঠক মহাশয় গণের পরিলক্ষিত হয়, তথাপি তাহা কোন না কোন সুরস ভাব রক্ষার নিমিত্ত পরিত্যক্ত হয় নাই, আর অশ্লীলতা বালক শিক্ষোপযোগী পুস্তকেই দোষাবহ। এই পুস্তক কৃতবিদ্য সভ্যগণের আমোদার্থ ব্যতীত বালকগণের শিক্ষাগ্রন্থ নহে, ফলকথা, আমাদের সমাজে এরূপ অনেক পুস্তক চলিত আছে যে, যাহা বন্ধু-সমাজেও পাঠ করিতে চক্ষুলজ্জা আসিয়া অধরে হস্তাব রোধ করে, আর রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রকাশক ভাব সকল এমন আছে যাহা গুরুজন সমীপে পাঠ করিতে হইলে কোন কোন পুংক্তিত্যাগ করিয়া পড়িতে হয়, কিন্তু সে সকল দেবলীলা ও মহাজন রচিত বলিয়া সমাদরে গৃহিত ও ভক্তি সহকারে পঠনীয় হইতেছে ইহার গল্প মধ্যে যদি কোনটি কিছু অশ্লীল ভাবাত্মক হয়, তবে তাহা যে, সেই সকল পুস্তকের ভাব হইতে সমূহ লঘু, তাহার সন্দেহ বিরহ। ইহাতে যদি কোন অসদৃশ দৃষ্ট হয়, প্রার্থনীয় যে পূর্ব্বতন নাটকাদির উপমাবলম্বনে মার্জনীয় ও ইহা পাঠে, পাঠক মহোদয়গণের কথঞ্চিৎ আমোদ বোধ হইলে সকল শ্রম নিবারিত হইবে।

শ্রীজগদ্বন্ধু শর্ম্মা।

বৈদ্যপুর,
শকাব্দা ১৮১৫ পৌষ।

শুদ্ধি পত্র।

পৃঃ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩	৮	রিকরেস্থ	রিপুকরে
১৬	২৬	জানি	জালি
১৭	১১	খানসামার স্বভাব মতে	(খানসামার স্বভাব মতে)
২৪	শেষ	নিষে	নিষেধ
২৫	২১	পাতা	পক্ষে
২৭	২৫	পিওয়	পিত্তয়
৩২	১	সকল	সফল
৩৮	১০	ভুর্য্যোসর্গ	ভুর্য্যোৎসর্গ
৪৬	২	২	দুই
৫৭	২১	সেজবাম	সেজবাঘ
৬০	২২	কর্ত্ত	কর্ত্তা
৬১	২৩	ট্যাঙ্গারু	ঠ্যাঙ্গারু

খোসগল্প।

বা

একজাই হাসি।

১। শালগ্রামে হাত পা দিলেই কাঁকড়া.

এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ ও তাহার উপযুক্ত পুত্র।

পিতা। ওহে তুমি আমাব উপযুক্ত পুত্র, কিন্তু সন্ধ্যাহ্নিক কি নারায়ণের পূজা কর্‌তে একদিনও দেখি না, এ অতি অন্যায কথা, লোকে যে অব্রাহ্মণ বল্‌বে।

পুত্র। আমায কি পূজা শিখিয়েছেন? কি ক'রে ক'র্‌ব?

পিতা। ভাল, আমার কাছে এস, পূজা শিখিয়ে দিই, এই প্রথমে আসন শুদ্ধি জলশুদ্ধি করে, শালগ্রামটীকে স্নান করাবে, তাবপর নারায়ণের রূপ ভাবনা—অর্থাৎ ধ্যান করে গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবিদ্য দিয়ে পূজা কর্‌বে।

পুত্র। ওঃ এই পূজা, তা আমি আজ পূজা ক'রে আস্‌ছি।

পিতা। ভাল, তবে স্নান করে পূজা করে এস।

(পূজা করিতে পুত্রের প্রস্থান)

পুত্র। (অনন্তর পূজান্তে) এইত পূজা করে এলাম।

পিতা। কিরূপে ধ্যান কর্‌লে বল দেখি।

পুত্র। ধ্যান আর কি, সেই ব্যাটবলের বলের মত গোল কাল পাথর।

পিতা। তাতে একটী রূপ কল্পনা কর্‌তে হয় যে, তার কি কর্‌লে?

পুত্র। কল্পনা কি?

পিতা। তাতে হাত পা দিয়ে, সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী শঙ্খ চক্রধারী কিরিটী-হারী রূপ আকার প্রস্তুত করা আর কি।

পুত্র। ও কিরিটী ফিরিটী আমি বুঝিনে; কিন্তু তাতে হাত পা বসাতে গেলে যে কাঁকড়া হয়ে উঠে, তা হতে নুড়ি বরং ভাল নয়?

পিতা। হুঁ। বেশ ধ্যান করা হয়েছে, আহা এ যে ছেলে, এর জুড়ি নাই, পুতলে গাছ হয়।

২। দুই বৈবাহিক।

কন্যা ও বরের পিতা দুই বৈবাহিক আহারান্তে কিছু অন্ন লইয়া একটী কুকুরকে ডাকিয়া দিলেন, কুকুর এক ব্যক্তির দত্ত অন্নেই পরিতৃপ্ত হইল, দ্বিতীয় ব্যক্তির অন্ন আর খাইল না. যাহার দেওয়া অন্ন খাইল; সে বলিল, ছি ভাই! তোমার অন্ন কুকুরেও খায় না?

দ্বিতীয় বৈবাহিক। মহাশয়! কুকুবটা বুঝি ভিন্নগোত্রে খায় না।

৩। একমাগী ও মুরুব্বি।

মাগী। (মুরুব্বির প্রতি) ওগো আমার ছেলেটীকে একবার জিজ্ঞেসা পড়া করে দেখ দেখি, এর লেখা পড়া শেখা কি রকম হচ্ছে, আমি ত কিছু জানি না, আমার কাছে বড় জাঁক করে।

মুরুব্বি। ভাল, জিজ্ঞাসা করছি, (বালকের প্রতি) বল দেখি হে তিপ্পান্ন কড়া?

বালক। (বলিতে না বলিতে) কেন তিপ্পান্ন কড়া।

মুরু। এ ভুলুয়া নাকি? তা নয়, বল তিপ্পান্ন কড়া ক গণ্ডা ক কড়া!

বালক। এই তিপ্পান্ন কড়া ত? ন গণ্ডা পাঁচ কড়া।

মুরু। ভাল, নাম লিখ দেখি কৃষ্ণধন।

বালক কৃষ্ণধন ত?

মুরু। হাঁ হাঁ।

বাল। কৃষ্ণ সেই কুচ্‌কুচে কাল, আর একটা ধোন।

মুরু। এই যে বেশ বল্‌লে যে।

মাগী। হাঁ গা! আমার এমন ছেলে বাঁচ্‌বে ত?

মুরু। আমার হাতে ত বাঁচ্‌ল, এখন অন্তের কাছে কি হয় বলা যায় না।

৪। দুই পথিক।

প্রথম। হাঁ হে তুমি দাঁড়িয়ে মুৎলে যে ?

দ্বিতীয়। আর মোশায়! আমি কি সাধ করে এই অধর্ম্ম করি, আমি যে বসে মুৎতে গেলে শাঁসে জলে হয়ে যায়।

৫। দুই প্রতিবেশী।

একজন জিজ্ঞাসা করলে তোর বার তের বছরের ছেলে হল, তাতে ওকে আজও আবার ভাত খাইয়ে দিতে হয় কেন ? ছেলের মা বল্লেন, আর বাছা ও যে হাঁ করে খায়, এই আমার বাবার ভাগ্‌গি!

৬। এক অধ্যাপক ও সিউলি।

খেজুর রস খাবার বড় ইচ্ছা হয়েছে, অধ্যাপক দেখ্‌লেন, এক সিউলির গাছে ঘড়া দেওয়া আছে, লোভ সম্বরণ কর্‌তে না পেরে গাছে উঠে রসপান কর্‌তে আরম্ভ করেছেন।

সিউলি। (দূর হইতে দেখিয়া) ও ঠাকুর আপনি বড অস্ খেলে যে ?

অধ্যা। কে তোর ফল্‌নার রস খেয়েছে ?

সিউ। কে অস্ খেয়েছে ? দাঁড়াও ত ঠাকুর ?

(বলিতে বলিতে ভট্‌চাজ্ পলায়।)

সিউ। ঠাকুর পালাও যে ?

অধ্যা। না পালাবে না, তোকে ডরিয়ে আর কি।

সিউ। আচ্ছা পালাও ঠাকুর! এখনই তোমার ইয়েতে পেয়দা দেব।

অধ্যা। ইঃ পেয়াদা না ইয়ে, তুই আমার ইয়েতে ইয়ে দিবি—লুটের মুলুক আর কি।

৭। দুই বৈবাহিকের রহস্য।

কন্যার পিতা। দেখ বেয়াই! আজ বড় একটা বিদ্‌ঘুটে স্বপ্ন দেখেছি।

বরের পিতা। কি স্বপ্ন ?

কন্যার পি। আমি যেন ক্ষিরের হ্রদে ডুবেছি, আর তুমি যেন বিষ্ঠার হ্রদে ডুবেছ।

বরের পি। কি আশ্চর্য্য মহাশয়! ঐ স্বপ্ন আমিও দেখেছি, তবে বিশেষ এই যেন আমরা পরস্পরে চাটাচাটি কর্‌ছি।

। শাক্ত ও বৈষ্ণব।

শাক্ত। বাবাজী! তোমার কাছা খোলা কেন?

বৈষ্ণব। কেন বাবা! এত আমার নূতন নয়, আমি ত বারমাসই কাছা খুলে থাকি।

শাক্ত। উঃ কি কঠোরই করেছেন।

৯। কৃষক ও চোর।

এক কৃষকের ক্ষেত্রে এক চোর কতকগুলি মূলো উপ্‌ড়ে লয়ে যায়, এমন সময় কৃষক এসে বল্লে, তুই আমার ক্ষেত্রে মূলো উপ্‌ড়েছিস্ কেন?

চোর বল্লে, ভাই! আমি বড় বিপদে পড়েছিলাম, আমি এই ক্ষেতের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় একটা ঘূর্ণী বাতাস এসে আমায় ধর্‌লে, উড়িয়ে লয়ে যায় আর কি, কি করি মূলো ধরে থাক্‌তে ইচ্ছে কর্‌লাম, কিন্তু যেটা ধরি, সেইটাই উপ্‌ড়ে যায়, তাতেই এতগুলো উপ্‌ড়ে গেছে।

কৃষক। ভাল তাই যেন হ'ল, তবে তুই বোঝা বাঁধ্‌লি কেন?

চোর। বোঝা বেঁধে ভাব ছিলাম, এ গুলো তোমার বাড়ী কি আমার বাড়ীতে লয়ে যাই।

কৃষ। উঃ বেটার কি ধর্ম্ম ভয় রে, যেন দেশী যুধিষ্ঠির।

১০। পিতা ও শিক্ষিত পুত্র।

পিতা। বাপু! তুমি পড়া শুনা করেছ, বল দেখি পঙ্কজ কারে বলে?

পুত্র। পঙ্কজ ত,' এই সেওলাকে বলে।

পিতা। নানা বেশ ঠাউরে বল।

পুত্র। হাঁ হাঁ বটে বটে, পঙ্কজ মানে পাতারি।

পিতা। না হে তা নয়, এই যে পুকুরের উপরে থাকে এই এম্নি এম্নি বড় বড়।

পুত্র। ওঃ বটে বটে, সেই তাল।

পিতা। ওরে তুই এতক্ষণ জলেছিলি, সে যে ভাল ছিল. এ যে একেবারে গাছে উঠ্‌লি, সুশিক্ষা বটে।

১১। কবিরাজ ও পুরোহিত।

কবিরাজ। বলি ভট্‌চায্যি মহাশয়! এই গ্রামে কি আপনি চণ্ডীপাঠ করেছিলেন?

পুরোহিত। কৈ না।

কবি। তবে কি হ'ল, আমিও ত চিকিৎসা করি নাই, তবে এ গ্রামের প্রান্তে চিতাধূম কেন?

পুরো। বোধ হয় অপঘাত।

১২। কুণ্ডু ও পাল।

পাল। হাঁহে তোমার উপাধি কি?

কুণ্ডু। কেন আমার উপাধি কুণ্ডু।

পাল। কুণ্ডু, খাই তোর মুণ্ডু।

কুণ্ডু। ভাল তোমার উপাধি কি?

পাল! আমার উপাধি পাল।

কুণ্ডু। (মিল করিয়া উত্তর দিতে গিয়া কহিল) খাই তোর ছ্যা ছ্যা ছ্যা।

১৩। গৃহস্থ ও দর্শক।

এক ব্যক্তি একখানা নূতন বাড়ী প্রস্তুত করাইয়া তাহার কোন বিজ্ঞ আত্মীয়কে দেখাইতেছে. আর বলিতেছে, এই দেখুন এই জানেলার গরাদেগুলা খুব মোটা দেখে দেওয়া হয়েছে, আর এই সিড়ির উপরের কপাট জোড়াটা চাপা কপাট করা হয়েছে, চোর ডাকাতে কিছু কর্‌তে না পারে; সমস্ত কাঠে কোলতার ডবল করে মাখান হয়েছে, উইয়ে জকম না করে, আর দেখুন পয়-নালার মুখে লোহার বাড় দেওয়া গিয়াছে. কুক্কুর বিড়াল আসতে না পারে. এই-রূপ ব্যবস্থায় এটী প্রস্তুত করা গিয়েছে।

দর্শক। সকলই উত্তম হয়েছে, বেশ পাকা বন্দোবস্ত করেছ বটে, কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যে, ওলাউঠার কি করেছ বল দেখি।

১৪। বিখ্যাত বিশে পাগ্‌লা।

এই ব্যক্তি মনের দুঃখে একদিন বলেছিল, যে মনের কথা প্রকাশ করলেই

লোকে পাগল বলে, কিন্তু দেখা যায়, মনে মনে সকলেই পাগল, যেমন কাপড়ের ভিতর সকলেই ন্যাংট; তবে আমিই প্রকাশ করে ফেঁসে গেছি।

১৫। গুলিখোরি খেস্বা।

ঝগড়া করিতে করিতে একজন কহিল, যে আমি তোর মাতায় মুতে দি; তাহাতে সে কহিল, কেন বাবা! আমি কি তুল্‌সি গাছ?

১৬। গোঁসায়ের চ্যালা।

একজন গোস্বামী ভক্ত চ্যালা, তাহার গোস্বামী প্রভুর গুণব্যাখ্যা করে বল্‌ছে, যে দেখ বাবা! লস্য সকলেই লয়, কিন্তু আমার প্রভুর মত শূর্দ্ধ করে বার্ক উশ্চারণ করতে কেউ পারে না, তিনি শূর্দ্ধ করে বল্‌তেন রাঁব ও গঁগ্‌গা। আর তাঁর বৃন্দাবন গমনটাও তেম্নি হয়েছে। তীরস্থ করা হল, এই তখনই দেহ রাখবেন, এমন সময় আমি জানি যে, প্রভু লস্য বড় ভাল বাসেন, তাই একটিপ লস্য লয়ে বল্‌লাম, যে প্রভু লস্য লবা, প্রভু তখনও বল্‌লেন যে আল্‌লা। তাহা! ঐ আল্‌লা আল্‌লা বল্‌তে বল্‌তেই চক্ষু স্থির হ'ল, প্রাণপাখী উড়ে গেল, এইরূপে তাঁর বৃন্দাবন গমন হ'ল।

এই কথা শুনিয়া শ্রোতা কহিলেন, বৃন্দাবন? না মক্কায়?

১৭। মহাদেব ও উপাশক।

এক ব্যক্তি অতি কঠোর তপস্যা দ্বারা শিবকে প্রসন্ন করেছিল; শঙ্কর প্রত্যক্ষ হয়ে বললেন বাপু! তোমার আর তপস্যার প্রয়োজন নাই আমি সন্তোষ হয়েছি, তুমি যথেচ্ছা বর প্রার্থনা কর।

উপাসক অভীষ্টদেবকে উলঙ্গ দেখে বল্‌লে, অ্যাঁ—আপনি কি আমার উপাস্যদেব, শঙ্কর? আ দশা আমার। আপনিই কি আমাকে বর দিবেন। আপনাকে দেখে—দুঃখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে,

শিব। তা হোক্ আমার বর দিবার ক্ষমতা আছে।

উপাসক। আছে? তবে আমায় এই বর দিন, যেন আপনার পোঁদে কাপড় হয়।

১৮। কথক ও শ্রোতা।

উত্তর রামচরিত কথা।

কথক। রঘুকুলতিলক রাজা রামচন্দ্রের সভায় কুশী লব সমভিব্যাহারে মহর্ষি বাল্মিকী উপস্থিত হইলেন, রামচন্দ্র সশিষ্য বাল্মিকীকে সমাগত সন্দর্শন করে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করাইয়া গললগ্নিকৃতবাসে প্রণাম করিলেন, বাল্মিকী রাজকুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতেছেন;

এখন কথক মহাশয় পুনঃ পুনঃ বাল্‌মিকী বাল্‌মিকী বলায় এক শ্রোতা চটিয়া উঠিলেন, ও কথকের বেদী সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন;—

শ্রোতা। কথক মহাশয়! আপনি কি নির্ব্বোধ আর নির্লজ্জ, আপনি বেদীতে বসিয়া যার পর নাই রামায়ণ কচ্ছেন, কিন্তু কথাগুলি সাবধানে কহিতে পারছেন না, এখানে ভদ্র ভদ্র শ্রোতাগণ ও ভদ্রকুলমহিলা সকল কথা শুন্‌তে এসেছেন, তাতে আপনি কথা কচ্ছেন যেন নবমীর রাত্রীর খেঁউর।

কথক। কেন মহাশয়! খেঁউরের মত কোন কথা কয়েছি? এই ত সকলেই শুনছেন, খেঁউর ত কেউ বলছেন না।

শ্রোতা। কেউ, কেউ যদি না বুঝতে পেরে থাকেন, আপনার বুঝে সমজে কওয়া উচিৎ, এই এক কথা বলেদিলাম।

কথক। ভাল বলুন দেখি, কোন কথাটা খেঁউর?

শ্রোতা। কেন এই তেরবার বলছেন বাল্‌মিকী; এইটা কি লোকজনের সাক্ষাতে বলতে হয়? এ একটা আসর বাসর নয়; বাল্‌মিকী না বলে চুলমিকী বল্‌লে ভাল হয় না?।

১৯। কৃষক ও দর্শক।

দর্শক। হে কৃষক! এ গোরুটী কত দামে কিনেছ?

কৃষক। আজ্ঞে তের গণ্ডা টাকায়।

দর্শক। সে কি, এ যে বাছুর গোরু, এর এত দাম?

কৃষক। বাছুর গোরু হোক্, কিন্তু চাষে ভাল, পুরো বয়স নাই বা হ'ল, কম্ বয়সে কাজের হ'লেই বেশ, এ আমার কাঁচা মিঠে আম।

২০। ছাত মেরামত।

কর্ত্রী ও মিস্ত্রী।

কর্ত্রী। হঁারে রামপ্রসাদ। কি করে ছাত সেরে দিয়ে গেলি বাবা! ঘরে যে বড় জল পডছে, জলের সময় ঘর হতে উঠনে—আসতে হয়।

রাম। আরে নাও মাঠাকুরুন! জল পড়বেই ত,—যে তোমার-মৈ।

২১। মাগী ও খোঁট্টা।

মাগী। কেরে বাগানে হাগে? মারত বেটাকে ঢিল।

খোট্টা। কেঁরে বেটিচোং ঢিল মারেগা, আওত দেখে তোম জান্‌তা নেই, হাম পশ্চাৎকা আদ্‌মি, পেয়াদা হ্যায়।

মা। ও বাপ্‌রে তুমি পেয়াদা বাবা, তুমি হেগেছ, খুব করেছ, হাগ বাবা জন্ম জন্ম হাগ, তুমি হাগ্‌বে তার আর কথা কি? তোমায় বলেছি, আমার চৌদ্দপুরুষের ঘাট হয়েছে, আমি মনে করেছিলাম ঐ বামুন গুযোটারা হাগছে।

২২। ধনী ও দ্বারবান।

ধনী। হায় হায়! কি সর্ব্বনাশ, সর্ব্বস্বটা গেল, হাঁ পাঁড়ে ঠাকুর! তুমি এমন পালোয়ান থাক্‌তে ডাকাতে সব লুটে লয়ে গেল? তুমি কেবল দেউ-ড়িতে বসে বসে দাল রুটী মার্‌বে? এক জনাকে ধর্‌তে কি মার্‌তে কিছুই পার্‌লে না?

দ্বারবান। আরে বাবু! হাম কেয়াকরে, হামরা মারনেকা কুচ ফিকির নেহি রহা, কাম্‌কা খারাপি হুয়া, দেখি যে এক হাতমে ঢাল, এক হাতমে রহা তলোবার. হাম কাটে ক্যায়ছে?।

২৩। এককথায় প্রশ্ন ও উত্তর।

আখনজি ও শিক্ষানবিস্‌।

শিক্ষা। এ দুনিয়া টা কার?

আখ্‌ন। এ দুনিয়াটা কার।

২৪। উদার অধ্যাপক।

এক অধ্যাপকের বাড়ীতে চোর প্রবেশ করিয়া চুরি করিতেছে, এমন সময় তার স্ত্রী জানিতে পারিয়া কহিলেন, ওগো দেখ দেখ; বাড়ীতে চোর এসে সব

চুরি করছে, অধ্যাপক শুনিয়া বাড়ীর সদর দরোজা আটকাইলেন, এদিকে চোর ও খিড়কী খুলিয়া প্রস্থান করিল, শ্রীমতি অনেক জিনিষ দেখিতে না পাইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন।

অধ্যা। হায় হায়! চোর বেটা করলে কি? বেটার ধর্ম্মভয় কিছুমাত্র নাই আমি সদর আট্‌কালাম কেননা ওদিকে বৌমা শুয়ে, এদিকে আঁস্তাকুড়, নোঙ্গড়া জায়গা, বেটা যেতে পারবে না; স্ত্রীলোককে উল্লঙ্ঘন করলে মহাপাতক, তা বেটা কিছুই মান্‌লে না, বুঝলাম বেটার পাপের ভয় নাই।

২৫। একটী স্বপনাদ্য ওষুধ।

এক চিকিৎসক আপন পেটেণ্ট জোলাপের প্রশংসা করে গল্প করছেন, যে আমি এমন একটী জোলাপ পেয়েছি যে রোগী একবার সেবনেই নীরোগ। যতদিনের কোষ্ঠবদ্ধ হোক্ না কেন, এক পুরিয়া খেলেই খোলসা। একজন অনেকদিনের কোষ্ঠবদ্ধরোগী ঐ জোলাপ লয়ে পাইখানায় যায়, আসিতে বিলম্ব দেখে তার কোন আত্মীয় ব্যক্তি পাইখানার দ্বার খুলে দেখে যে, জলপাত্র ও গায়ের পিরানটী মাত্র পড়ে রয়েছে, আর সমস্ত শরীরটাই দাস্ত হয়ে গিয়েছে।

শ্রোতা। বটে মশায়, এটী স্বপনাদ্যে ওষুধ কি না, তাই এতগুণ। এই ওষুধ ছুঁয়ে নেড়ে কবিরাজ শুদ্ধ দাস্ত হয় নাই কেন?।

২৬। এক স্ত্রীলোক ও যাচক।

যাচক। ওগো বাছা! তোমাদের মাচায় অনেক পুঁইশাক হয়ে রয়েছে আমাদের বাড়ীতে আজ অনেকগুলি লোক খাবে, চারিটী দেবে কি?

এখন ঐ স্ত্রীলোক ও তাহার পুত্রের পেটের পীড়া হয়েছিল, তাহার স্বামী মাত্র স্বচ্ছন্দ ছিলেন, তাই খেদ করে বল্লেন যে,—

নিয়ে যাওনা বাবা! আমরা কি আর ওসব খেতে পারছি, আপনি হাগি, ছেলেটা হাগে, একলা পুরুষ কতই খাবে? এবার ও গু পাঁচজনেই খেলে।

২৭। এক মাতাল ও তাহার কন্যা।

এক মাতাল অন্ধকারময়ী রাত্রীতে তাহার বন্ধ দরজায় আসিয়া করাঘাত করায়, তাহার কন্যা আসিয়া দ্বারমোচন করিল; মদোন্মত্ত পিতা বোধ হয়

তাহাকে অর্দ্ধাঙ্গী বিবেচনায় কোন অসৌজন্য করাতে কহিল, ওকি বাবা? আমি যে রাজী।

গুণময় পিতা কহিলেন, বটে বাবা তুমি রাজী, তা আমিই কি গররাজী?

২৮। ভট্টাচার্য্যের ফোঁটা।

এক প্রাচীন ভট্টাচার্য্যের মস্তকের কেশরাশী উঠিয়া গিয়া তেলপানা হইয়াছে, তাতে তিনি ভ্রূমধ্য হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুদণ্ডের প্রান্ত পর্য্যন্ত সংলগ্ন একটী দীর্ঘ ফোঁটা করেছেন, এবং রাজপথ দিয়া নিজকার্য্যে যাচ্ছেন, দেখে এক ব্যক্তি অনুমান করছেন যে, ভট্চায্যি মশায় আস্‌ছেন কি যাচ্ছেন? দুই ধারই ত সমান দেখা যাচ্ছে।

২৯। গিন্নেপনা।

একজন গৃহিণী নিজ গিন্নেপনার পরিচয় দিয়ে বল্‌ছে যে, দেখ ব্য'ন্! আজ ভাই একপোয়া দুধ কিনেছিলাম, তা বেশ ঘন করে জ্বাল দিলাম, ছেলেরা যে যেমন পার্‌লে, তা খেলে। কর্ত্তার ফলারের জন্য একটী বাটী দুধ ঢাকা দিয়ে রাখ্‌লাম, এ পোড়াকপালীর পেটের ব্যাম, দুধ সয়না, তাই খানিকটে দৈ পাতিয়ে রাখ্‌লাম, আবার শরীর মার জামাই এসেছিল, তার জন্যে একটী বাটী নিয়ে গেল, তার পর দেখি যে, কোন আভাগীদের বিড়াল এসে পেট্টা ভরে খেয়ে কড়াখানা উল্‌টে ফেলেছে; ঘরময় দুধের ঢেউ খেলিয়ে যাচ্ছে, মনে করেছিলাম পিটের জন্য খানিক ক্ষিরের ছাই কর্‌ব. তা আর হ'ল না এমন লোক্‌সানের কপাল, কিছুতে কুল দেখে না।

৩০। অসম্ভব গল্প।

একজন বল্‌ছে ভাই! আমি যে দেশে থাকি, সেখানকার বাঁশ এত বড় হয় যে, বোধ করি আংশী কর্‌লে চন্দ্র সূর্য্য পর্য্যন্ত পাড়া যায়, এই কথা শুনিয়া একজন শ্রোতা বল্‌লেন ভাল, সে বাঁশ কাটা হলে, থাকে কোথায়? তদুত্তরে অন্য এক ব্যক্তি কহিলেন, সে বাঁশ কোথা থাকে জানেন, যে অসম্ভব গল্প করে তার মার্গে।

৩১। কথার কথা।

কলিকাতা অঞ্চলের অনেক লোকে আমাকে আঁব বলে থাকে, অন্য স্থানের লোকের কানে তা ভাল লাগে না, এই নিমিত্ত একটি কথা।

কলিকাতা অঞ্চলের লোক। হাঁ হে। এবার বাজারে আঁবের আমদানি কেমন?

অন্যস্থানের লোক। আঁব কি মশায়, আম না বলে আঁব বলছেন যে?

ক, অ, লোক। কেন, পাড়াগেঁয়ে লোকের মত আম বল্‌ব নাকি, একি আমাশয়ের পীড়া তাই আম বল্‌তে হবে। তারা জানেনা, যে ম স্থানে ব হতে পারে, ব্যাকরণে এমন নিয়ম আছে।

অ, লোক। আজ্ঞে, ম স্থানে যদি ব হয়, তবে রাম বলা হয় না, রাব আর জাম না বলে জাঁব বল্‌তে হয়। আর মামাকেও বাবা বল্লে দোষ হয় না। এ যে কিস্‌কিন্দার ব্যাকরণ দেখ্‌ছি।

৩২। নবাব ও উজির।

নবাব। (উজিরের উপর কোন কার্য্যে অসন্তোষ হইয়া) উজির তোমছে আর গাধাছে কেত্তা ফারাক্।

নবাবের সিংহাসনের তিন পোয়া অন্তরে প্রায় উজিরের আসন থাকে এজন্য অথবা পক্ষান্তরে।

উজির। হজুর? তিন পোয়া।

৩৩। দৃঢ়বিশ্বাস। দত্তজ ও ভট্টাচার্য্য।

দত্ত? ভট্টাচার্য্যমহাশয়! প্রণাম হই।

ভট্ট। কেও, দত্তজা নাকি? তুমি কোথা হতে? আমি শুনেছি, তুমি যে মরেছ।

দত্ত। সে কি মশায়, আমি আপনার সম্মুখে উপস্থিত, কথা কচ্ছি, মলাম কি রূপে?

ভট। হাঁ তুমি নিশ্চয়ই মরেছ, এ অন্যকারও কথা নয়, আমি যার মুখে শুনেছি, সে অতি বিশ্বাসী. সেত মিথ্যা কবার লোক নয়, তুমি অবশ্যই মরেছ।

দত্ত। যে আজ্ঞে, ধন্য আপনার বিশ্বাসকে।

৩৪। অসাধারণ বুৎপত্তি।

এক ব্যক্তির একটী বাগি হয়েছিল, সে এক বিখ্যাত কবিরাজকে জিজ্ঞাসিল, কবিরাজ মশায়, আমার একটী বাগি হয়েছে, কি কর্‌লে আরোগ্য হয় বল্‌তে পারেন?

কবি। বসান দাও।

রোগী। মশায়! বসান দেওয়া যে ভাল তার প্রমাণ কি?

কবি। তার প্রমাণ এই যে, "ব্যাঘ্রকীর্ত্তং বসানং" অর্থাৎ বাগি এই যে কীর্ত্তং, এতে বসান দিতে হয়।

৩৫। কায়স্থ গৃহস্থ ও পথিক ও অতিথি।

এক কায়স্থের বাড়ীতে এক পথিক সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হওয়ায় কায়স্থ মনে মনে বিরক্ত, কিন্তু লোকলজ্জা বশতঃ তাব যথাসম্ভব আহারাদি করাইয়া একস্থানে শয়ন করিতে দিল।

অতিথি। মশায়! একটা মসারি দিবেন কি? এখানে মসা কেমন?

কায়স্থ। মসা? এই ঠিক মসারই মত, পালক পা ও হুল ঠিক আছে যেমন পাঁচজায়গায় থাকে; তদ্‌ভিন্ন কন্ধকাটা বা ন্যাজ'ঝোলার মত নয়।

অতি। আজ্ঞে তা নয় বলি দৌরাত্ম কেমন?

কায়। দৌরাত্ম? কারু সিন্দ্‌ কাটে না, পাকাধানে মৈ দেয় না, কারও মাগ ছেলে বা'রও করে না।

অতি। সে দৌরাত্ম নয়, বলি কামড়ায় কেমন?

কায়। কৈ, তাতে কেউ খুন জকম কখনও ত হয় নাই, সে জন্য দারোগা বস্‌কি কখনও আসে নাই।

অতিথি উত্তর শুনিয়া অবাক্ ও অধোবদন, সে রাত্রি কোন প্রকারে সেই স্থানেই যাপন করিলেন, পরদিন প্রাতে উঠিয়া যথাস্থানে গমন করিতেছে, গ্রামের প্রান্তেই এক নদী, ঐ কায়স্থও নদীতীরে হস্তমৃত্তিকা করিতে বসিয়াছে, অতিথি রাত্রিকালের দেখা, চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসিল মশায়, এ নদীতে জল কত?

কায়। আজ্ঞে কালি ক'রেত দেখা হয় নাই।

অতি। আরে তা নয়, বলি কাপড় ভিজবে কি ?

কায়। কাপড় কি মশায়, ভিজালে নেপ কাঁতা কম্বল সবই ভেজে, চিঁড়ে ভেজে।

অতি। বাপু! তুমি কালুকের সেই মহাপুরুষ বটে।

৩৬। চক্ষুস্মান ও অন্ধ।

চক্ষুস্মান। (অন্ধকে নানাপ্রকার ব্যঙ্গ করিয়া) কে গো পদ্মপলাসলোচন নাকি ? আমার এই কাপড়খানা রি করেপু দেবেন কি ?

অন্ধ। বাপু! তুমি যে আমাকে ব্যঙ্গ করেছ ; তাতে আমি পরম সুখী হয়েছি, আমি কত পুণ্যপুঞ্জ করেছিলাম, সেই ফলে ভগবান আমাকে অন্ধ করেছেন, আমি অন্ধ হয়েছি না বেঁচেছি, যেহেতু তোমার মুখ দেখ্‌তে এড়িয়েছি।

৩৭। বড়লোক ও ধোপানী।

কোন বড়লোক নৌকারোহনে বাচ খেলিতে খেলিতে একঘাটে যাইয়া নৌকা লাগাইলেন, এক ধোপা বৌ, সেই ঘাটে কাপড় কাচিতে ছিল, দেখিয়া বড়লোক কহিলেন, মাঝি! এখানে নৌকা লাগাইও না, এ ঘাটে খারানী মারানী রয়েছে, শুনিয়া ধোপা বৌ অতি ব্যস্ত হইয়া কহিল, বাবুজী মশায় যদি এখানে নামেন, তা হলে না হয় ধুয়ে মুয়ে দি।

৩৮। যেমন প্রশ্ন তেম্নি উত্তর।

একটী বালক তার মাকে জিজ্ঞাসিল, হাঁগা মা! 'আজ' কতরুই গা ? মা কহিল তাও জানিস্‌নে বাবা! আজ কুড়িসে রে!

৩৯। ফরেসডাঙ্গা ও কলিকাতাওয়ালা।

ফরেসডাঙ্গা। আমাদের ফরেসডাঙ্গায় আর কলিকাতায় কিছুই বিশেষ দেখি না, যেহেতু কলিকাতায় যা আছে, ফরেসডাঙ্গাতেও তাই দেখা যায় ; দেখুন হাইকোর্ট, সদরঘাট, বড়বাজার মেছবাজার প্রভৃতি সকলই এখানে আছে তবে আর বিশেষ কি।

কলিকাতাওয়ালা। আর কিছু বিশেষ নাই, তবে কলিকাতায় আছে ঠন্ঠনে আর ফরেসডাঙ্গায় আছে চ্যাপচেপে।

৪০। আয়ী ও নাতিনী।

আয়ী। বলি হাঁলা কুস্‌মি! তুই শেষে এমন হলি যে কুল মজালি?

নাতিনী। আ মরণ আর কি, বুড় হয়ে ভেষে গেছ কি? তুই বলেছিলি'—যে, কুল না মজলে মিষ্টি হয় না।

৪১। রাজা ও কৃষক।

কোন সুরসিক রাজার সম্মুখ দিয়া, এক কৃষক, তার একটী শিশুসন্তানকে লয়ে যায়, দেখে রাজা বল্‌লেন ওহে কৃষক! এ পুত্রটী কার? ঠিক যেন রাজপুত্র; কৃষকের গায়ে বাজিল, সে প্রণাম করিয়া কহিল, মহারাজ! এ পুত্রটী আমার, কিন্তু আজ আমি মহারাজের আজ্ঞায় রাজপুত্রের বাপ হলাম।

৪২। এক বিনষ্ট ব্যক্তি ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

এক বিনষ্ট ব্যক্তি পথের ধারে মলত্যাগ করছিল, পথিক ব্রাহ্মণপণ্ডিত তা দেখে মহা বিরক্ত হয়ে বললেন আঃ এ বেটা যেন চোদ্দপুরুষের পিণ্ড দিতে বসেছে; সে তাড়াতাড়ি উঠে বললে ওগো ঠাকুর মশায়! অমি যাবেন না দাঁড়ান দুটো ভুজ্যি লয়ে যান।

৪৩। কথক বানর।

এক কথক বেদী পীড়িতে বসিয়া রামায়ণ কহিতেছেন, যে শ্রীরামচন্দ্রের সহিত বিভীষণের মৈত্রতা হইলে, বিভীষণ বানরগণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, যে সখে! এই সমস্ত কোন্ জাতির সৈন্য?

কথক রামচন্দ্রের উক্তিতে শ্রোতাগণের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন, কহিলেন সখে! এই সমস্তই বানর।

শ্রোতাগণের মধ্যে এক ব্যক্তি কথকের অঙ্গুলি নির্দ্দেশে অসন্তুষ্ট হইয়া কহিল, না না এ সমস্তই বানর নহে, কথক বানর বটে।

৪৪। স্বামী ও স্ত্রী।

স্বামী। (সাদরে) দেখ প্রাণেশ্বরি! আমি তোমাকে না দেখ্‌লে চারি দিক্ অন্ধকার দেখি।

স্ত্রী। কেন, তুমি কি চখের মাতা খেয়েছ নাকি?

৪৫। বর্দ্ধমানবাসী কোন বড় লোক ও স্কুল ইন্‌স্পেক্টার।

উক্ত বড় লোক। ইন্‌স্পেক্টার মশায়! এই বর্দ্ধমানে আপনার বাসা কোথায়?

ইন্‌স্পে। আজ্ঞে, ভবানী ঠাকুরের পাড়ে। (এই স্থান প্রায় বেশ্যায় পূর্ণ)

ঐ বড়। সে কি মশায়! (উচ্চহাস্যে) করেছেন কি, আপনি শিক্ষাবিভাগের একজন প্রধান ব্যক্তি সৌজন্যের পথ দর্শক. আপঁনার এ কুস্থানে বাসা করা কি সম্ভবে?

ইন্‌স্পে। মসায়! যা বল্‌লেন, সত্য, কিন্তু একটা কথা কি জানেন, অনেক ভেবে চিন্তে দেখলাম, ধার্ম্মিক বর ভীষ্ম মহাশয় যখন শর শয্যার অনুষ্ঠান করেন, তখন অদগ্ধ ভূমির প্রয়োজন হয়েছিল, পৃথিবীর প্রায় সকল স্থান অন্বেষণ করা হ'ল, সর্ব্বত্রেই অঙ্গার, অস্থি প্রভৃতি বিকীর্ণ, দগ্ধ চিহ্নে পরিপূর্ণ, অদগ্ধ ভূমির অভাব, অগত্যা যে কোন স্থানে শর শয্যা প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইল; আমি ত সেই নজিরে এই বর্দ্ধমানে এসে দেখলাম, প্রায় সকল স্থানই ভবানী ঠাকুরের পাড়, তবে আর ইতর বিশেষ জ্ঞান বৃথা সুতরাং ঐ স্থানেই বাসা করা গিয়াছে।

৪৬। আশ্চর্য্য তর্কশক্তি।

একজন কহিল, সমুদ্রের কাঁকড়া খাইবার কোন দোষ নাই, কেননা সমুদ্র অতি পবিত্র স্থান, যে সমুদ্র হতে লক্ষ্মী, চন্দ্র কৌস্তভ মণি প্রভৃতির জন্ম হয়েছে, স্বয়ং নারায়ন যাতে বটপত্র শায়ী হয়ে ভাবমান ছিলেন, যে সাগরোদক রাজগণের অভিষেক বারি হয়, তাতে জন্মে যে কাঁকড়া তা আবার খাবার দোষ কি?

শুনিয়া অন্য এক ব্যক্তি উত্তর করিল, ভাল, পবিত্র স্থান বলে, যদি সমুদ্রের কাঁক্‌ড়া খাওয়ায় দোষ না হয়, তবে ত সর্গের গোরু খাওয়া যেতে পারে। আর ঠাকুর ঘরের টিকটিকে খাবার বাধা কি?

৪৭। পদারবিন্দির।

এক গোস্বামী শিষ্যবাড়ী গিয়ে, অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ছিলেন, শিষ্যগণ আন্তরিক ভক্তি সহকারে প্রভুর যৎপরোনাস্তি সেবা করিত, বিশেষ, তাঁর পদ সেবা করে কৃতার্থ জ্ঞান করিত, দৈব বশাৎ প্রভু চির রোগাক্রান্ত হয়ে উত্থান শক্তি রহিত, সম্বৎসর কাল গত হইল, আরোগ্যলাভ করিতে পারিলেন না, সংসার অচল হইল, শিষ্যালয় গমন না করিলে, বার্ষিক আদায় না হ'লে আর চলে না, সকল দিক বন্ধ হয়ে আসিল। ভাণ্ডারে বৃদ্ধাঙ্গুলি নিত্য করিতে লাগিল।

সুতরাং জ্যেষ্ঠের আদেশক্রমে ছোট গোঁসাই তল্‌পী তাগাদা লয়ে ঐ ভক্ত শিষ্যগণের বাড়ী উপস্থিত হইলেন, শিষ্যগণ শ্রীপাটের কুশল জিজ্ঞাসান্তে গোঁসাই প্রভুর সেবাদি সম্পাদন ও শয়ন করাইয়া পদ সেবা করিতে বসিল, দেখিল বড় গোঁসাইএর মত এর পদারবিন্দির নাই, দেখে ভক্তির কিছু অল্পতা হয়ে উঠ্‌ল। এবং দুঃখিত ভাবে বল্‌লে, যে প্রভু! আপনার এখনও পদারবিন্দির হয় নাই কেন? আহা! বড় প্রভুর শ্রীচরণে কতই পদারবিন্দির আছে, তিনি সাক্ষাৎ নারায়ন। তা আপনি এক কর্ম্ম করুন, বাড়ী গিয়ে তাঁকে পাঠইয়ে দিবেন তিনি চরণ ধুলি দিয়ে বার্ষিক বা বিদায় আদি লয়ে যাবেন।

ছোট গোঁসাই কিছুই বুঝতে না পেরে মহালজ্জিত হয়ে বাড়ী গমন করিলেন, বড় গোসাই ও অন্যান্য পরিজনগণ আহ্লাদে নানা সামগ্রী চাহিতে লাগিল, ছোট কর্ত্তা কহিলেন, তারা আমাকে কিছুই দেয় নাই, দাদা না গেলে বিদায় দিবে না তারা বল্‌লে, যে ঠাকুর তোমার দাদার মত তোমার এখনও পদারবিন্দির হয় নাই, হ'লে তুমি পার ধুলো দিও।

তা দাদা! দেখি আপনার পদারবিন্দির কিরূপ হয়েছে? বড় গোসাই পাতুলিলেন দেখা গেল, তার পদতলে জানি রোগ হয়েছে অর্থাৎ বিন্দির হয়েছে,

তখন ছোটকর্ত্তার চৈতন্য হ'ল যে দাদার পদে এই বিন্দির গুণ হয়েছে বলে, শিষ্যদের জ্ঞান হয়েছে যে, একেই বলে পদারবিন্দ।

৪৮। প্রসব করিবার সহজ উপায়।

শিত ঋতুর প্রাতঃকাল, বাবু সদর দরজায় বসে তামাক খাচ্ছেন, দুই তিন জন পারিষদ বাবুর মুখপানে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন, কি কথা বার্ত্তা চল্‌ছে; এক পথিক ব্রাহ্মণের অত্যন্ত তামাক খাবার ইচ্ছা হওয়ায়, বাবুর সম্মুখে গিয়ে কহিল, বাবু! একবার কল্‌কেটা পাওয়া যাবে কি?

বাবু। সে কি? আপনি ব্রাহ্মণ, শীতার্ত্ত তাতে পথ শ্রান্ত কল্‌কে পাবেন না এমন কথা? বস্থন এ কল্‌কেটায় কিছু নাই. ভাল করে সেজে দিক, (বলিয়া খানসামার প্রতি) ওরে নদে? তামাক দে।

নদে। খানসামার স্বভাব মতে, কল্‌কে আনিয়া বাবুর হুঁকোয় দিল, বাবু খাইতে আরম্ভ করিলেন, ও পূর্ব্ববৎ গল্প চলিতে লাগিল, দেখ্‌তে দেখ্‌তে কল্‌কের তামাক জ্বলে গেল।

ব্রাহ্মণ। বাবু একবার কল্‌কেটা দিন।

বাবু। আহা হা! তাই ত, কল্‌কেটাতে যে আর কিছু নাই, নদে! ফের তামাক দে।

নদে, এ বৃত্তান্ত কিছুই জানে না, সে পুনরায় তামাক তৈয়ার ক'রে. বাবুর হাতে হুঁকো দিল, বাবু পূর্ব্বের মত টান্‌তে আরম্ভ করলেন।

ব্রাহ্মণ। একি? আবার আপনি খান যে? আমায় বসালেন কিন্তু কল্‌কেটা এবারও দিলেন না, আপনি কি কিছু অন্যমনস্ক আছেন?

বাবু। আপনি ঠিক অনুমান করেছেন, আমি বিশেষ অন্যমনস্ক আছি হয়েছে কি জানেন, আমার স্ত্রীর গত কল্য হ'তে প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়েছে, এখনও প্রসব হতে পারেন নাই, অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছেন, সেই জন্য মনটা বড় খারাপ হয়েছে।

ব্রাহ্মণ। হরয়ে নমঃ, তা এতক্ষণ বল্‌তে হয়, এ কথা আমি আগে শুনলে এতক্ষণ প্রসব হয়ে যেতেন।

বাবু। বটে মশায়, কি করতে হবে বলুন।

ব্রাহ্মণ। আরে এক কর্ম্ম করুণ, আপনার খানসামাকে বলুন সে একটা নূতন কলশুদ্ধ হুঁকোয় জল ফিরিয়ে নল দিয়ে ভাল করে একছিলিম তামাক সেজে এনে দিক্ তা হলেই হবে।

আদেশ মাত্রেই নন্দে তামাক সাজিয়া দিল।

বাবু। ঠাকুর মশায়, তামাক খান্।

ব্রাহ্মণ। না আমায় খেতে হবে না, আপনি এক কর্ম্ম করুণ, সুতিকাঘরের দ্বারে বসে হুঁকোটা খুব ডাকিয়ে এই তামাক ছিলিমটা খান গিয়ে।

বাবু। তা হলে কি হবে?

ব্রাহ্মণ। আর কি হবে, সে যদি বাপের বেটা হয়, তবে হুঁকোর ডাক শুনলেই সড়াৎ করে বেরিয়ে এসে হুঁকো ধর্‌বে, কেননা যার বাপ এমন তামাকের ক্রীত দাস তার ছেলে কি তামাকের গন্ধ পেলে স্থির হয়ে থাক্‌তে পারে? এ অতি চমৎকার মুষ্টিযোগ।

৪৯। আশ্চর্য্য অশুদ্ধ শোধন।

পাত্রটীর পড়া শুনা বোধ আছে, বিবাহ করতে বসেছে, বিবাহ সভায় ভদ্র ভদ্র, বর ও কন্যাযাত্রগণ উপস্থিত;

কন্যাকর্ত্তা। (পাদ্য লইয়া) পাদ্যাঃ পাদ্যাঃ পাদ্যাঃ প্রতি গৃহ্যন্তাং। জ্ঞানী পাত্র বিবেচনা করিলেন, যে এ অতি ইতর ভাষা, এস্থলে সভ্য সদাশয় ব্যক্তিগণ উপস্থিত রয়েছেন, যারপর নাই নারায়ণ ও গঙ্গা বিরাজ করছেন, এখানে এত ইতর ভাষা চল্‌তে পারে না, অপরতঃ আমি যদি পাদ্যা এমন কথা বলি, তা হলে লোকে আমায় কি বলবে? আর আমার পড়া শুনা করার ফলই বা কি হ'ল? এই বিবেচনা করে কথাটী সংশোধন পুর্ব্বক কহিলেন, যে বাতকর্ম্মং প্রতি গৃহ্লামি।

৫০। এর নাম কি মহামারি।

এক ব্যক্তি তামাক খাচ্ছে, অন্য একব্যক্তি খাবার আশায় তার কাছে উপস্থিত এখন একটা কথা কওয়া চাই, তাই সে ব'ল্লে, যে মশায়! দেশে এবার কি মড়কই হয়েছে। দেশ প্রায় লোক শূন্য হয়ে উঠেছে; শুনিয়া তামাকে-বাবু কহিলেন, বিলক্ষণ, কোথা লোক শূন্য? কোথায় মড়ক? যখন একছিলিম তামাক সেজে একলা খাবার জো নাই, কেউ না কেউ এসে কল্‌কে চায়, তখন আর লোক শূন্য কৈ? এর নাম কি মহামারি?

৫১। রাজা ও কলু।

একদা এক পারিষদ রাজাকে কহিল, মহারাজ! প্রাতঃকালে উঠে কলুর মুখ দেখলে সেদিন আর অন্ন হয় না, রাজা কহিলেন, বল কি? ভাল পরীক্ষা করে দেখা যাবে, পরে একদিন কলু রাজবাটীতে তেল দিতে এসেছে, এমন সময়ে রাজার নিদ্রাভঙ্গ হয়ে বাহিরে এসেই ঐ কলুর মুখ দেখলেন, ভাবলেন, যে দেখা যাক্ আজ আহারের কি হয়।

ক্রমে আহারের সময় উপস্থিত, অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত, রাজা আহারে বসিলেন, এখন উপরের কড়িকাষ্ঠ হতে একটা টিকটিকে সেই অন্নের উপরে পড়িল, সুতরাং রাজার আহার হইল না, অধিকন্তু কলুর প্রতি রাজার অত্যন্ত কোপ জন্মিল, এবং আদেশ হইল, এই কলুকে অবিলম্বে শূলে দেওয়া হয়।

আজ্ঞামাত্রে কলু আনীত হইলে জহ্লাদ তাহাকে লইয়া চলিল।

কলু। জহ্লাদ! দেখ ভাই! আমিত জন্মের মত চল্লাম, একবার আমায় ছেড়ে দাও, আমি মহারাজকে একটী কথা নিবেদন করে আসি।

জহ্লাদ ছাড়িয়া দিলে রাজ-সমীপে

কলু। মহারাজ! আমার কি অপরাধে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়েছে?

রাজা। তোর প্রাণ দণ্ড হওয়াই উচিত, যেহেতু তোর মুখ দেখলে যখন আমি রাজা আমারই অন্ন হয় না, তখন অন্যের কথা কি কহিব।

কলু। তবে মহারাজ! আমি তৈল দিতে এসে, আর কারত মুখ না দেখে

আগে আপনারই মুখ দেখে ছিলাম, তা আপনার মুখ হতেও কি আমার মুখ মন্দ? দেখুন আঁমার মুখ দেখলে যেন অন্নই হয় না, প্রাণ ত থাকে, কিন্তু আপনার মুখ দেখে যে আমার প্রাণ যায় তার কি?

৫২। গুলির আড্ডা ও পুলিশ।

এক গুলির আড্ডায় এক ব্যক্তির মাতা কাটা যায়, ঐ মাতাটা এক বিপক্ষ ব্যক্তি লইয়া গিয়া জলে ফেলে দেয়। ধড়টা ঐ আড্ডায় পড়ে থাকে, পুলিস জানিতে পারিয়া আড্ডায় তদন্ত করিতে গিয়া কহিল, এর মাতা কে কেটেছে?

এক গুলিখোর কহিল, কৈ মাতা ত কেউ কাটে নাই, মাতা কাটা কি সোজা কথা, মোটে একটীর বেশী মাতা নয়।

পুলিস। দেখছ না, এই যে ধড় পড়ে রয়েছে, ওর মাতা কোথা গেল?

গুলিখোর। আজ্ঞে ধর্ম্ম অবতার! ওর মাতা ত কখন দেখি নাই, ও এই রূপ আসে, যায়, গুলি খায়, গান টানও করে ও মাতা আদৌ ছিল না, ও ঐই রকম।

৫৩। ঠাকুর দাদা ও নাতিনী।

নাতিনী পুকুরের ঘাটে প্রস্রাব ত্যাগ করিতে উদ্যতা হয়েছে; এমন সময়ে ঠাকুর দাদা ঘাটে উপস্থিত, দেখে নাতিনী সম্বরণ করিলেন।

ঠাকুরদাদা। ওকি নাতিনী! মেঘ হয়ে বৃষ্টি হ'লনা কেন?

নাতিনী। মেঘ হয়ে যে জল হয় না, সে চাতকের কপাল।

৫৪। সদ্‌বক্তা।

একজন কহিল, মহাশয়! আপনার পত্নী অত্যন্ত কুরূপা এমন কি আকার প্রকার দেখলে কখনই ব্রাহ্মণ কন্যা মনে হয় না, তা আপনি কি করে তাঁর সহবাস করেন? শুনিয়া তিনি উত্তর করিলেন, ভাই! তাতে আমার কোন কষ্টই নাই, বরং অনেকটা ভাল হয়েছে, কেননা লোকে যেমন "গঙ্গেচ যমুনেচৈব

গোদাবরী সরস্বতী নর্ম্মদা—প্রভৃত্তিকে আহ্বান করে, কূপজল শুদ্ধ করে ল'য়া আমিও তেম্নি তোমাদের পাঁচজনার—সুন্দরী পত্নীদের স্মরণ করে, এই কুরূপার সমস্ত সংশোধন করে থাকি।

৫৫। সাহেব ও বাঙ্গালি।

হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের পরনে পাছাপেড়ে কাপড় দেখে, এক সাহেব, কোন বাঙ্গালিকে রহস্য করে বল্‌লেন, দেখ বাবু তোমাদের স্ত্রীলোকদের পাছা কাপড় বড় সুন্দর।

বাঙ্গালী। হাঁ ছার! কিন্তু বিলাতি বুকের কাছে নয়।

৫৬। বাবু ও গরিব।

গরিব। বাবুজী মশায়! আমার পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত, বহুকষ্টে দশ পাঁচটী লোক খাওয়াইবার আয়োজন করেছি, তা একটী সামিয়ানা একদিনের জন্য দিবার হুকুম হয়।

বাবু। নাহে, তা দিবার যো নাই, তাতে এখনও মুচির কাজ হয় নাই।

গরিব। (বাবুর ওজর বুঝিয়া) আজ্ঞে। না দিলেই তাই হ'ল।

৫৭। সহুরে ও পাড়াগেঁয়ের রহাস্য।

সহুরে। (পাড়াগেঁয়ের প্রতি) দেখহে! আমি দেখেছি, পাড়াগেঁয়ে স্ত্রীলোকদের পা, বড় মোটা হয়; তাদের শরীরের সকল রস অধোগত হয় বটে?

পাড়াগেঁয়ে। আজ্ঞে হাঁ, মহাশয় বিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রে প্রকৃত পণ্ডিত কিনা, ঠিক বিবেচনা করেছেন, পাড়াগেঁয়ে স্ত্রীলোকেরা অধিকাংশই গরিব দুঃখী, ধানভানা, গোবর থেঁতলান প্রভৃতি গৃহকার্য্য সর্ব্বদাই করে থাকে, তাই তাদের পায়ে রস নেমে পা মোটা মোটা হয়, আর সহুরেরা নাকি সর্ব্বদাই পা তুলে থাকেন, তাই তাঁদের পা সরু সরু হয়, দেখুন উর্দ্ধবাহুর হাতে মাস লাগে না, ছিনে পড়ে যায়।

৫৮। স্কুলমাষ্টার ও ছাত্র।

মাষ্টার। আচ্ছা, তোমরা বল দেখি, কোন কোন পশুর শিং আছে?

ছাত্র। আজ্ঞে, এই গোরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, আর হরিণ এদের শিং আছে।

মাষ্টার। আর কোন্ পশুর?

ছাত্র। (অনেক ভাবিয়া) আজ্ঞে, আর মুণি গোঁসাইএর।

৫৯। এক একচক্ষু বাবু ও যাচক।

যাচক। বাবু! আমাদের বারইয়ারি পূজাটা হয় না, নেহাত পড়ে যায়, আপনি কিছু সাহায্য করুন।

বাবু। নাহে না, ও সকল বাজে খরচ, আমার দেওয়া নাই।

যাচক। বাজে খরচ কি?

বাবু। অনর্থক ব্যয়।

যাচক। আপনার যদি থাকে?

বাবু। দেখাতে পারলে, দশ টাকা হারব।

যাচক। ভাল, বাবু! আপনার একটীর বেশী চক্ষু নাই, তবে দুইচখে চস্মা কেন? এই ত অনর্থক ব্যয়।

৬০। নবদ্বীপের মতে প্রস্রাব।

এক বৎসর অন্যান্য পঞ্জিকার মতে গ্রহণ লিখেছিল, কিন্তু ন...পের মতে লেখে নাই, সেদিন অন্যান্য পঞ্জিকার মত সপ্রমাণ হইল, গ্রহণ কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধগ্রাস, কতকগুলি ভদ্রলোক গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন তন্মধ্যে একজন গঙ্গাতীরে প্রস্রাব কর্‌তে বস্‌ল, তা দেখে অন্য ব্যক্তিরা কহিল, ছি ছি, তুমি এ গ্রহণের সময় কর কি? এই কি ভদ্রলোকের উচিৎ? সে কহিল, অনুচিত কিসে? আমি নবদ্বীপের মতে প্রস্রাব না কর্‌ব কেন?

৬১। তামাকে বাবু ও আফিং খোর।

কোন তামাকে বাবু, আপন বৈঠকখানায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে সুবাসিত তামাকের ধূমপানে স্বর্গসুখ অনুভব কর্‌ছেন, এক আফিংখোর পথিক, যাইতে যাইতে ঐ তামাকের গন্ধে অন্ধ হ'য়ে,—তামাকটা খাবার প্রত্যাশায় হুঁকো হস্তে নিকটস্থ হইয়া বসিল, বাবু মন্দ মন্দ টানান্তে সুখটান প্রয়োগ করিতেছেন, পথিক কল্‌কে পাবার প্রত্যাশায় হস্ত প্রসারণ করিতেছে, কিন্তু বাবুর সে সুখটান্ ত্যাগ সূচক নহে, আফিংখোর অগত্যা লজ্জায় হস্ত সংযত করিতেছে, বাবু যত সুখটান্ দেন, পথিক তত হাত বাড়ায়, এইরূপ পুনঃ পুনঃ হওয়ায় উভয়েই বিরক্ত।

বাবু। কিহে! তুমি বার বার বিড়ালের মত নুলো বাড়াচ্ছ কেন?

আফিংখোর। হাঁ বাবু! তাই বটে, আমি ইন্দুর মনে করেই নুলো বাড়িয়েছিলাম, কিন্তু এখন বুঝলাম যে, ইন্দুর নয় ছুঁচো।

৬২। বিজ্ঞ শ্বশুর ও বওয়াটে জামাই।

শ্বশুর। ওগো বাবাজী! তুমি কেবল বাজে কাজে সময় নষ্ট কর্‌তে লাগলে, লেখাপড়াটা ভাল করে শিখলে না, আর উপায় উপার্জ্জনেরও কোন চেষ্টা দেখছ না, এর পর হবে কি? দুঃখে যে শেল কুকুর কাঁদিবে।

জামাই। এর পর বল্‌ছেন কেন? আপনিত এখনই আরম্ভ করেছেন।

৬৩। যমালয়ের বৃত্তান্ত।

ভিক্ষুক। বাবু! আমাকে চিন্‌তে পেরেছেন কি? বোধ হয় আমার এই কদর্য্য অবস্থা দেখে চিন্‌তে পারেন নাই, আমি সেই সেদিন আপনার কাছে কিছু যাচ্‌ঞা করতে এসেছিলাম, আপনি গলাধাক্কা দিয়ে বিদায় করে দিতে হুকুম দিয়েছিলেন।

বাবু। হাঁ হাঁ বটে, তা তোমায় এরূপ দেখছি কেন? সেদিন ত এমন ছিলে না, এখন কি মনে করে কোথা হতে আস্‌ছ?

ভিক্ষুক। আর বাবু! সে উৎপাতের কথা কি বল্‌ব, সেদিন সেই আপনার বাড়ীতে অর্দ্ধচন্দ্র পেয়ে—যেতে যেতে পথে গিয়ে মরেছিলাম জানিনে যে কখন যমালয়ে লয়েগিয়েছে, গিয়ে যমদূতেরা কি করে আমায় চেতন করেছে, আমার মনে হ'ল যেন নিদ্রাভঙ্গ হয়ে উঠলাম যমরাজ আমাকে দেখে দূতকে তিরস্কার করে বল্‌লেন, এ কাকে এনেছিস্? শীঘ্র ছেড়ে দে, বেটারা কোন কাজের নয়, এক নামের কি তুজন লোক থাকে না? তারা আমার হাত কড়ি খুলে দিলে, আমি বুঝলাম যে আপনার নামে আর আমার নামে এক; তাই এ ফেরফার হয়েছে, তাহাতেই বুঝলাম আর শুনলাম যে, শীঘ্রই আপনার তলপ আসছে, আমার ছুটী হইল, আমি তাড়াতাড়ি আসছি, যে বাবুকে এই খপরটা দিইগে, তিনি যতদূর পারেন সাবধান হৌন। এখন আস্‌তে আস্‌তে যমালয়ের একস্থানে দেখলাম, একটী জীর্ণ পর্ণ কুটীরে একটী স্ত্রীলোক ও একটী পুরুষ, অন্নাভাবে আতেকতালে, রোদন কর্‌তে কর্‌তে একটা ঝাটার কাঠি লয়ে, তাদের শতগ্রন্থী ও শত তালিময় মলিন বসন সেলাই করছেন, আর পুনঃ পুনঃ হাহাকার কর্‌তে কর্‌তে আপনার নাম করছেন, তাই শুনে আমি তাঁদের কাছে গেলাম, পরস্পর অনেক কথা বার্ত্তা হইল, বল্‌লেন বাপু আমার ছেলে, কখনও শ্রাদ্ধশান্তি করেন না একখানি বস্ত্রও দেননা, আমাদের তুঃখের কথা কি বল্‌ব, তারপর তাঁরা আমার মুখে আপনার যাওয়ার কথাশুনে বল্‌লেন যে বাপু! তুমি দেখে যাচ্ছ একটী পাকি ছুঁচ না থাকায় আমাদের ছেড়া কাপড় সারবার বড় কষ্ট যাচ্ছে, লজ্জানিবারিত চাই, তা তুমি তাঁকে বলে যেও যে সে আসবার সময় একটী পাকি ছুঁচ যেন লয়ে আসে। অতএব তার ফিকির করুন, আর বলুন দেখি কি উপায়ে ছুঁচটী লয়ে যাবেন? শুনে বাবুর চক্ষু স্থির।

৬৪। রাজপ্রেরিত গড়ো ও গোপাল ভাঁড়ের স্ত্রী।

গড়োগণ। (গোপাল ভাঁড়ের বাড়িতে যাইয়া, তাঁহার স্ত্রীর প্রতি) ওগো মা ঠাকরুন! আপনি সরে যান মহারাজ আপনার দোরে বসে হাগ্‌তে, আমাদের আট জনাকে আজ্ঞে করেছেন, আমরা এই ঘরের দোরে বসে হাগ্‌ব।

ঐ স্ত্রী। বটে, এত অনুগ্রহ, তা বেশ। রাজ আজ্ঞা প্রতিপালন করা সকলেরই উচিত, তোমরা রাজার হুকুম মত পার হাগ তাতে আমার নিষে

নাই, কিন্তু আমি এই বলছি যে, যে বেটা মুৎবে, তার মাতায় সাত সাত্ ঝাটা গণে মারব বুঝে সুজে হেগ।

৬৫। বাবু ও পরামাণিক।

কামাতে বসে বাবু বল্লেন, হাঁহে পরামাণিক! তুমি নিয়মিত রূপে কামাতে আসনা, দেখদেখি চুল যে এক হেঁট হয়েছে।

পরামানিক। আজ্ঞে কৈ না, হাঁটু কি মশায়, এযে চেটও ডোবেনা।

বাবু। তা নাও এখন জল নাও।

পরা। জলে দরকার কি, চখের জলেই কাজ শেষ হবে।

৬৬। রাজা ও তোষামুদে।

রাজা। দেখহে যদি আমি খোঁড়া না হতাম, তা হলে এই স্বয়ম্বরে রাজ-কন্যা আমাকেই বরমাল্য দিতেন।

তোষা। মহারাজ! যে জানেনা, সেই খোঁড়া পায়ের নিন্দা করে, সোজা পায়ে গতিভঙ্গী হয় না, সে জন্য চিনদেশে ললনাদের পা, শিকল দিয়ে বেঁধে রেখে দুটী পা খোঁড়া করে দেয়, এই আপনার মত গজেন্দ্রগামিনী হবে বলে।

রাজা। ভাল তাই যেন হ'ল, আমার আবার চক্ষু যে একটির বেশী নাই তার কি?

তোষা। তার কি আর প্রতিপোষক নাই, চোখ্ কতকগুলা বেশী কিছু নয়, তাতে নজর বড় ফস্কে যায়, দেখুন এক চক্ষু দিয়ে দূরবীণ কষা হয়, আর পণ্ডিতেরা বলেছেন যে একশ্চন্দ্র স্তমোহন্তি নচতারা গণৈরপি। আরও বলেন যে ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

রাজা। আচ্ছা তাও যেন হল, আমার জলদোষটা যে অত্যন্ত বড় হয়ে উঠেছে তার কি হবে?

তোষা। না মহারাজ! ওটা দোষ নয়, ওটী গুণ, ওটীতে মানুষকে বড় রাশভারি দেখায়, আর ঝড় বাতাসের পাথা বড় উপকারী, ওটী মানুষের নোঙ্গর বিশেষ।

রাজা। ভাল স্বীকার করলাম, আবার আমার যে এক মহৎ দোষ রয়েছে তার কি হবে, দাঁত যে একটীও নাই।

তোষা। আ—এইটিই সর্ব্বাংশে ভাল হয়েছে, দেখুন মুখের মধ্যে কি কতক গুন হাড় থাকা ভাল? কখনই নয়। আর দাঁত থাকলে হাসি তত মিষ্ট লাগে না। মায়েরা ছেলেকে আদর কর্‌তে কর্‌তে বলেন যে, নি দন্তের হাসি, বড় ভালবাসি, এটী ঠিক কথা।

৬৭। ভূত দেখান।

শ্যাম। রাম! তুমি ভূত মাননা?

রাম। না।

শ্যাম। যদি দেখাতে পারি,

রাম। তা হলে মানি,

শ্যাম। ভাল, আজই তোমায় দেখাব, চল স্নানে যাই, তেল মাখ,

(উভয়ে তেল মাখিয়া পথে যাইতেছে)।

বন্ধু। কি মশায়! কোথায় গমন হচ্ছে?

শ্যাম। এই তোমার দাসী আন্‌তে; (রামের প্রতি) রাম! এই ভূত দেখ, তুমি যে বল্‌তে ভূত মানিনা, ভূত কি গাছের ফল, সে এই রকম।

৬৮। সৎগোপ শিষ্য ও গুরু।

শিষ্য। ঠাকুব মহাশয়! আপনাদের আগমনে আজ আমার জন্ম সার্থক আর বাড়ী পবিত্র হ'ল, তাতে আবার মাঠাকরুন বৌ ঠাকরুন আর ঠাকুরপুত্র মশায় এসেছেন এর বেশী সৌভাগ্য আর কি হতে পারে? তা এখন স্নান টান করা হ'ক, পুজো আহ্নিক হলে গুটিকতক ভাল ভাল কবিতা শিখেছি শ্রীচরণে নিবেদন করব।

গুরু। বটে বাপু, উত্তম, আমিও কবিতা শুনতে বড় ভালবাসি, আমাদের স্নানটান হয়েছে, সে সকলগুলা পথেই সম্পন্ন করে এসেছি।

শিষ্য। ভাল, তবে পূজার আয়োজন কার কিরূপ করে দিতে হবে? বৌ ঠাকুরুন কি পুজো করেন?

গুরু। বৌ মা পাঁচটী ক'রে শিব পূজা করেন।

শিষ্য। করবেনই ত, শাস্ত্রে বলেছে, যে পঞ্চলিঙ্গ ভবেৎ বেশ্যা। তবে মা ঠাকরুন? উনি কি করেন?

গুরু। উনি প্রাচীন হয়েছেন, উনি হরিনামের মালা করেন।

শিষ্য। তা বটেই ত, বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী। তা ঠাকুর পুত্র মহাশয়ের কি হয়?

গুরু। উনি আমারই মত ত্রিসন্ধ্যা করে থাকেন।

শিষ্য। তাত করবেনই, নরানাং মাতুল ক্রমঃ, কি জানেন, বাপের তুল্য ছেলে হয়েই থাকে। হাঁ—তবে ঠাকুর পৌত্রটীর ত পৈতে হয়েছে, ওর কি?

গুরু। ওটী গায়ত্রী জপ করে গো।

শিষ্য। উত্তম উত্তম, সোপাপিষ্ট স্ততোধিকঃ, কেমন বংশ।

গুরু। আহা বাপু! তোমার কবিতা শুন্‌লে মনের বড় সুখ জন্মে, আমি যেন জন্ম জন্মান্তরে এইরূপ গুণের শিষ্য পাই। এ সকল কথা শুন্‌লে অজ্ঞানের জ্ঞান জন্মে।

৬৯। বড় আহ্লাদ।

নবীন। কিরে গোবনে! আজ যে বড়খুনী দেখছি?

গোবনে। এজ্ঞে, আজ বড্ডি পেটটা ভোরে খেয়েহেলাম ম্োশায়, এক বাবু মোর মেয়েকে তেঁনার বাগানে নে গিয়েহ্যাল, মুই সাথে ছ্যানু, তা বাবু নোক কি না, মোর মেয়েকে আধসের অসগোল্লা, আর মোকে আধসের মুড়কি বলে দে হ্যাল, তাই পেটটা ভোরে খেয়ে নিলুম।

নবীন। তারপর?

গোবনে। তারপর অনেক বিলোম দেখে, যে আয়না গো আর দেরি করিস কেন? তাই শুনে, বল্‌লে না পিওয় যাবে, সেই বাবু না বাইরে আসে, মোকে এমনি জুতোন জুতুলে যে হেসে আর বাঁচিনে।

৭০। নবগর্ব্ভিণীকন্যা ও তাহার মাতা।

কন্যা। মা! আমার যখন প্রসব বেদনা ধর্‌বে, তখন তুমি আমায় জাগিয়ে দেবে ত? কি জানি যদি রাত্‌বিরাত্‌ হয়।

মাতা। তা হলে তোমাকে আমার জাগাতে হবে না, তুমিই পাড়া শুদ্ধ জাগিয়ে তুল্‌বে।

৭১। ধর্ম্মব্যাখ্যা।

এক অধ্যাপকের একটী অধর্ম্ম পত্নী ছিল, (ওরফে জলপাত্র) সে একদা তাহার বয়োবৃদ্ধি সুলভ ধর্ম্মবুদ্ধির আবির্ভাব হওয়ায় নিজ অধীনস্থ অধ্যাপককে কহিল, যে ভটচায্‌ মশায়! বলি অসতী স্ত্রীলোকের পরকালে কি গতি হয়, পুরাণে তার কি লিখেছে বলুন না শুনি।

অধ্যা। কি গতি হয়, শুনবে? এই যমালয়ে একটী লোহার প্রকাণ্ড শিমূল গাছ আছে, তার গায়ে ঘন ঘন কাঁটা; অসতীরা মলে পরে যমদূতেরা তাকে যমালয়ে লয়ে গিয়ে সেই শিমূলগাছে বিলক্ষণ করে, তার গুহ্যদেশ গুলো পুনঃ ২ ঘশড়ে দেয়, পরে তার বিচার হয়।

মাগী ওমা দণ্ডবৎ নাকে কানে ক্ষত, আর কখন না, আগে জান্‌লে এ দুষ্কর্ম্ম প্রাণান্তেও হত না। তাতে আবার ব্রাহ্মণ।

অধ্যাপক, আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিলেন, মাগী পূর্ব্বের মত ব্যবহারে ক্ষান্ত হইল, ভট্টাচার্য্য তখন বিপদাপন্ন হইয়া ঐ কথার ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন, যে দেখ তোমার আর সে ভয় নাই, যেহেতু ঐ যে লোহার শিমূলগাছ, কোন্‌ সত্যকালে জন্মেছিল, কত দেব দানব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও নরলোকের ঘর্ষণে এখন তার কাঁটাগুলি ক্ষয়ে গিয়ে বেশ তেলপানা হয়ে গিয়েছে, এখন ত তাতে আর যাতনা নাই, বরং সোয়াস্তি হয়ে থাকে।

৭২। নির্ঘাত জবাব।

পাঁচু। আহা ভাই নিমু! তুমি নেশাভাঙ্‌ করে এমন হয়ে গেলে, যে, তোমার অবস্থা দেখে কান্না আসে।

নিমু। তা আসবে বৈকি, তুমি ভাল বাস কি না, আমার বাবা, আমায় যখন তখন বল্‌তেন, যে তোর দুঃখে শৃগাল কুকুর পর্য্যন্ত কাঁদ্‌বে, তাই তুমি—

৭৩। ভুড়িদার ও গোদওয়ালা বাবু।

গোদ। আসুন মশায়, আস্‌তে পারবেন ত? ভুড়ি খানী সহজে ঢুকবে? না দোর কাটতে হবে?

ভুড়ি। আমি না হয় দোর কেটেই ঢুকলাম, কিন্তু আপনার শ্রীচরণে যে পত্তন দিয়েছে, এতে ত দোর খুলে ফটক তৈয়ারি না করলে আপনার আসা যাওয়া চল্‌বে না।

৭৪। মুখের মতন থড়ুম।

এক পুষ্করিণীর ঘাটে একটী স্ত্রীলোক, তার শিশুসন্তানের গাত্র ধৌত করাইতেছিল, কোন বিদেশী পথিক সেই ঘাটে আসিয়া রহস্য করতঃ কহিল, এই ছেলেটী ঠিক যেন আমার ছেলের মত। এই কথা শুনিয়া ঐ স্ত্রীলোক বালকটীকে একটা চড় মারিয়া কহিল, হাঁরে আভাগীর বেটা! তুই যে বলিস্ আমার বাপের বা'র্ বেরোনা রোগ নাই, সে ওদের বাড়ী না গেলে, তোর মত ওর ছেলে হ'ল কেমন করে?

৭৫। সুশিক্ষার পরিচয়।

এক ব্যক্তি লেখা পড়া জানে না, তার একখানি চিঠী লেখাবার কার, সে এক যুবককে কহিল বাবু! আমার একখানি চিঠী লিখে দিবেন?

যুবক। না, আমার পায়ে বেথা হয়েছে।

সে। তাতে লেখবার বাধা কি?

যুবক। আমি যে চল্‌তে পারব না, সেখানে চিঠী পড়ে দিতে যাব কি করে? পড়াত আর কারও হতে হবে না।

সে। আহা! বাবুর কি মুক্তবর্ষী লেখা!

৭৬। পাত্র দেখা।

পাত্র দেখিতে গিয়া কন্যাকর্ত্তা পাত্রকে জিজ্ঞাসা করিল যে, বল দেখি বাপু! দশের কি নামে?

পাত্রটী সাক্ষাৎ শ্রীপঞ্চমী, স্বরস্বতীর সহিত ডুবে শুদ্ধ সম্বন্ধ, এজন্যা বরকর্ত্তা কএকটী বুদ্ধিমান লোককে উপস্থিত রাখিয়াছিল. তন্মধ্যে এক ব্যক্তি বরকে ইসারা করিয়া উত্তর শিখাইয়া দিল অর্থাৎ আপন বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগে তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দিয়া শূন্যের চেহারা দেখাইল। বর আমারই মত বুদ্ধিমান, সে কহিল ঠিক বল্‌ব? এই দশের গলি নামে।

৭৭। শ্বশুর ও বৌ।

শ্বশুর, পুত্রবধুর যদিও পিতৃতুল্য, তথাপি দেশের রীত্যানুসারে তাঁর সহিত কথা কওয়াটা নিষেধ; একদা শ্বশুর স্থানান্তর গিয়াছিলেন, বাড়ীতে একটী গাভী প্রসব হইয়াছে, শ্বশুর গ্রামে প্রবেশ মাত্রেই শুনিলেন। আহ্লাদে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বাটীতে পদার্পণ করিয়াই জিজ্ঞাসিলেন, বৌমা! কি বাছুর হয়েছে গা? বাড়ীতে অপর কেহ নাই, যে তার দ্বারা বলে, সুতরাং শ্বশুরকে অত্যন্ত ব্যাকুল দেখে, বৌ বক্‌না বাছুর হয়েছে এ কথা, কথা কয়ে বল্‌তে পারিল না, অগত্যা কি করে, পশ্চাতের কাপড় খুলিয়া উবু হয়ে শ্বশুরের সম্মুখে দাঁড়াইল, কিন্তু শ্বশুর বুঝিলেন যে কৈলে বাছুর হয়েছে, আর বৌমা যে, বড় বুদ্ধিমতী এ কথা দশজন কাছে পরিচয় দিয়া সন্তোষ সাগরে সন্তরণ দিলেন।

৭৮। চন্দ্ররাজের চিকণ বুদ্ধি।

চন্দ্র। দা ঠাকুর পেন্নাম গো! বলি কত্তা কোথা গেলেন?

উত্তর। তিনি আহার কর্‌তে বাড়ীর ভিতর গিয়াছেন।

চন্দ্র। উঃ—নিজেই না কি? কর্ম্মটা ভাল করেন নাই। একজনকে পাঠালেইত হ'ত।

৭৯। বিবাহের ফুরান চুক্তি।

কুলীন বরকর্ত্তা, কন্যাকর্ত্তার নিকট কন্যার গহনা ও সোণারূপার দান ইত্যাদি স্বীকার করাইয়া কহিলেন যে, বরাভরণ কি দিবেন ?

কন্যাকর্ত্তা। হীরের আংটী, গরদের জোড় ও হার।

বরকর্ত্তা। আর ঘড়ী চেন ?

কন্যাকর্ত্তা, কি করেন, অসাধ্য হইলেও প্রাণের দায়ে স্বীকার করিলেন।

বরকর্ত্তা। দেখুন, আর একটা বলতে ভুলেছিলাম, আপনার কন্যার জন্য সোণার মুকুট ?

কন্যাকর্ত্তা। (মনে মনে চটিয়া) যে আজ্ঞা তাই হবে। কিন্তু তা হলেত বরাভরণ আর কিছু বাড়াতে হবে।

বরকর্ত্তা। সে আপনার ইচ্ছা কি বাড়াবেন বলুন দেখি।

কন্যাকর্ত্তা। আজ্ঞে আর এমন কিছু নয়, যখন কন্যার মাতায় মুকুট দিত হচ্ছে, তখন বরের জন্য সোণার চূড়া বাঁধিত চাই, নৈলে সাজবে কেন ?

৮০। সাবধানের বিনাশ নাই।

দর্শক। মশায়! আপনি মাতার উপর হাত দিয়ে, এরূপ নত হয়ে যাচ্ছেন কেন ? কোথা যাবেন ?

পথিক। যাব বাগবাজার, আমার বাড়ী সেই স্থানেই; নত হয়ে যাবার আর কোন কারণ নাই, তবে আমার সদর দরজার নাকি কাটা কপাট।

দর্শক। সেকি মশায়, এ হ'ল জোড়াসাঁক, বাগবাজার, এখান হতে অনেক দূর, তা এতদূর হতে এরূপভাবে যেতে হবে কেন ?

পথিক। কি জান বাবা! একটা কথায় বলে যে, সাবধাণের বিনাশ নাই, কি জানি কি হতে কি হয়।

দর্শক। আজ্ঞে বুঝেছি, আপনার আশাটা বুঝি রাধাবাজার হতে হচ্ছে।

৮১। সকল স্বপ্ন।

স্ত্রী। ছি তুমি কর্‌তে লাগ্‌লে কি? রোজ রোজ তোমার বিছানা কাচ্‌তে আমি যে আর পারি না, এ বুড় বয়সে শেজে মোতা রোগ, ঘেন্নায় যে বাঁচিনে, লোকে শুন্‌লে কি বলে? তোমার ছেলে পুলের মুত কাচ্‌ব, আবার তোমারও মুত কাচ্‌ব?

স্বামী। কি, আবার আজও আমি মুতেছি? কি লজ্জার কথা, তুমি একথা কারেও বল না, আমি এর্‌ প্রতিকার শীঘ্রই করছি।

এই বলিয়া অধোবদনে ভাবিলেন, যে আমি বনে গিয়ে তপস্যা করে হোক্‌, আর কোন যোগী সন্ন্যাসীর ঔষধ লয়েই হৌক, এ রোগ ভাল না ক'রে আর বাড়ী আসব না। এই মনে করিয়া মনোদুঃখে অজ্ঞাতে বাড়ী হতে বহিষ্ক্রান্ত হইলেন, এখন দুদিন যায়, দশদিন যায়, মানুষ বাড়ী আসেনা কেন, ভেবে স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণ একান্ত কাতর হইল, দুঃখীলোক, অর্থাভাবে গৃহসামগ্রীগুলি পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়া দিনপাত হইতে লাগিল, গ্রামবাসী প্রায় সমস্ত লোকই মহা দুঃখিত, ভাবিতে লাগিল যে এ ব্যক্তিকে বাঘে খেলে কি দস্যুতে মেলে?

এদিকে, কর্ত্তা কিছুদিন দুর বনবাসে থাকিয়া কটু কষায় ফলমূল ভক্ষণে বা অনাহারে শরীর শুষ্ক ও শীর্ণ এবং মনের ভাব ও অন্য প্রকার; সুতরাং স্বপ্নজন্য যে প্রস্রাব, তাহা রহিত হইল, তখন কর্ত্তা ভাবিলেন, আমার সে রোগ আর নাই, আমি নীরোগ হয়েছি, ভগবান বিনা তপস্যায় আমাকে দয়া করেছেন। এখন তবে বাড়ী যাওয়া আবশ্যক বলিয়া কিয়দ্দিন মধ্যে বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, স্ত্রী পুত্র ও গ্রামবাসীগণ মহা আনন্দিত; চোদ্দবৎসর পরে রামচন্দ্র আজ অযোধ্যায় ফিরে এসেছেন।

এখন কর্ত্তা গৃহিনীকে কহিলেন, দেখ জয়দেবের মা! আমার ব্যামটা বেশ ভাল হয়েছে, ভগবান্‌ আছেন কি না।

স্ত্রী। তা ভালই ত, এখন তুমি বাড়ী এসেছ, বাঁচলাম, ছেলেপুলের দুঃখের সীমা পরিসীমা নাই।

স্ত্রীলোকের হৃদয় বড় মায়াময়, স্বামী কত কষ্ট পেয়ে বাড়ী এসেছেন, কতদিন আহারাদি হয় নাই ভাবিয়া নিজ হস্তের লোহাগাছটী বন্ধক রাখিয়া কিছু

টাকা লইলেন এবং তদ্দ্বারা ডাব চিনির সরবৎ ও ঘৃতদুগ্ধ দধি প্রভৃতি আহরণ তৈল মাখাইয়া স্নান ভোজনাদি সম্পন্ন করাইলেন, দিবাভাগে আত্মীয় বন্ধুগণের সহিত কথোপকথনে অতিবাহিত হইল, রাত্রিতেও তদ্রূপ শীতল সামগ্রী আহার করিয়া উত্তম শয্যায় শয়ন হইল, গৃহিণী যাহা কিছু লেপ তোষক আদি ছিল, সমস্ত পাতিয়া দিয়া উত্তম শয্যারচনা করিয়াছিলেন, স্বামী মহাশয়, সুস্নিগ্ধশরীরে সুখময় শয্যায় শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছেন।

এমন সময়ে সেই পূর্ব্ববৎ সুস্বপ্নের শুভাগমন হইল। স্বপ্নে কর্ত্তা ভাবিতেছেন, আমি যেন তপস্যা করে এসেছি, আমায় লতে স্বর্গহতে পুষ্পরথ এসেছে, আর তিনি যেন পুষ্পরথে আরোহন করে বসেছেন, কতকগুলি গ্রামবাসী পাপীলোক তাঁর সঙ্গে স্বর্গে যাবার জন্য, রথে চড়ে বসেছে, তখন সারথি যেন তাকে কহিল, দেখুন আপনার সঙ্গে কতকগুলি পাপী স্বর্গে যাবার জন্য রথে চড়ে বসেছে, শুনিয়া কর্ত্তা যেন কহিলেন সারথি? তুমি ঐ পাপীদের তাড়াইয়া দাও। সারথি যেন বলিল না মশায়, আমি অনেক চেষ্টা করছি ওরা কোনমতে নেমে যায় না, আপনি এক কর্ম্ম করুন, ঐ উপর হতে ওদের গায়ে হেগে মুতে দিন, নচেৎ যাবে না। কর্ত্তা যেন তাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করে যথাশক্তি ঝাড়া ফিরিলেন।

গিন্নীর নিদ্রাকর্ষণ হইতেছিল এখন ঐ মলত্যাগের শব্দ শুনিয়া কহিলেন বলি ও করকি? হাগছ নাকি? ওমা যে একঝুড়ি। এ কতকালের মজুত ছিল? এ হতে যে শেজমূত ভাল ছিল। বলে চণ্ডীর জ্বালায় মরি, আবার ইত্ আনলে কে?

—•:○:•—

২। ঠাকুর দাদা ও নাতি নাতিনী।

একব্যক্তির দুই পুত্র, এক কলিকাতার চাকুরি, ও অন্য বাড়িতে থাকিয়া কৃষিকার্য্য করে; যে কলিকাতায় থাকে, তাহার একটী পুত্র সন্তান, আর যে বাড়িতে থাকে, তাহার এক কন্যা, উভয়েই বালক বালিকা।

শীতকাল, ঠাকুর দাদা সদর দরজায় বসে রৌদ্রসেবন ও পুত্রবধূদ্বয় তথায় গৃহকার্য্য করছেন, বালক ও বালিকাটী উপস্থিত।

কর্ত্তা। এস হে দাদা আমার কাছে এস, (বালক নিকটে আসিলে কর্ত্তা আদর করে, তাহার ধনটী ধরে চ্যাঁ চোঁ শব্দে গাভি দোহনের নকল করিতে লাগিলেন, দেখিয়া)

নাতিনী। দাদা! আমার গাই দুয়ে দাওনা।

এই বলিয়া আবদার করায় ঠাকুর দাদা অগত্যা ক্ষ্যান্ত হইলেন, কন্যার মাতা অনাদর বিবেচনায় টানিয়া লইয়া কহিলেন, তোকে সোহাগ কর্‌বেন কেন? তোর বাপ কি কল্‌কেতার চাক্‌রে? সে কি ছিলেটের নেবু, ফুলকপি পাঠিয়ে দেয়?

শুনিয়া কর্ত্তা বিষম শঙ্কটে পড়িয়া কহিলেন, বৌ মা? তুমি রাগ করনা, আমার দুইই সমান, তবে ওটী বেটাছেলে, ওর ধরবার বাগ আছে, তোমার মেয়ের কি ধরে চ্যাঁ চোঁ করি? বুঝে রাগ ক'র বাছা।

৮৩। তোলা ও আটপহুরে গুরু।

গুরু। হাঁহে! তুমি নাকি গুরুত্যাগী হয়েছ? আমাকে ত্যাগ করে অপর গুরু করেছ? এ পাপে যে, ঘোর নরকে যেতে হবে।

শিষ্য। আজ্ঞে, তা যা হোক্‌, করেছি মশায়, আপনার কাছে ত মিথ্যা বল্‌ব না—, তা সেটা বুঝে দেখ্‌লে, আপনি রুষ্ট না হয়ে বরং আমার প্রতি প্রসন্ন হবেন।

গুরু। কেন? কি কারণ বল দেখি।

শিষ্য। আজ্ঞে আমাদের অনেক কাজে গুরুর দিব্বি করতে হয়, আর অনেক লোকে গাল্‌দেয় যে তোর ইষ্টিগুরুর মুখে—তাই আপনাকে বাঁচাবার জন্য আটপৌরে একটী গুরু কেড়েছি, সেটা তাঁর উপর দিয়েই যাবে, এ কি ভাল করি নাই?

৮৪। লেখার গোরু বাঘে খায় না।

এক ব্রাহ্মণ, এক পাচক ব্রাহ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া বিদেশ গমন করেছেন, পথিমধ্যে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হওয়ায় পাক করিয়া আহারের

উদ্যোগ হইতে লাগিল, পাকের অন্য কিছু মিলিল না, কেবল হাঁড়ি কাষ্ঠ চাউল ও আলু পাওয়া গেল, পাচক আলুভাতে ভাত চড়াইল, ক্রমে ভাতের মাড় গালিয়া হাঁড়ি মধ্যে যে কএকটী আলু দেওয়া হয়েছিল, সেই কএকটী বাছিয়া লওয়া হইতেছে, তন্মধ্যে গণনার একটী আলু তলায় পড়িয়াছিল, সুতরাং সহজে না পাওয়ায়, পাচক কাটি দ্বারা নাড়িয়া তাহার অন্বেষণ করিতেছে আর সুর করিয়া পুনঃ গাইতেছে যে, "কোন্ বনে গিয়েছে নবীন বাছুরী রে"। শুনিয়া,

ব্রাহ্মণ। কিহে, "কোন্ বনে গিয়েছে নবীন বাছুরীরে" এ গান কেন হচ্ছে?

পাচক। আর কেন? যে কটা আলুভাতে দিয়েছিলাম তার মধ্যে একটা খুঁজে পাচ্ছিনা।

ব্রাহ্মণ। তাই আলুটা বুঝি নবীন বাছুরী হ'ল? ছি খাদ্যবস্তু বিশেষ আমরা ব্রাহ্মণ, তাতে কি গোরু বাছুরের তুলনা দিতে হয়? না ওকথা বল্লে আর তা খাওয়া যায়? আর গান না গাইলে যে আলুভাতে পাওয়া যাবে না এমন কোন কথা নাই। এই তৃতীয় প্রহর বেলা, আর পাকের সময় নাই, ও বাক্য দূষিত অন্নত খাওয়া হবে না।

পাচক সেকথায় লক্ষ্য না করে, খুঁজিতে খুঁজিতে আলুটী পাইল, এবং বলিয়া উঠিল, বাবা যাবে কোথা গণে তবে ভাতে দিয়েছি, লেখার গোরু কি বাঘে খায়?

৮৫। গাঁজাখোরি উপদেশ।

এক গাঁজাখোর তার গেজেল পুত্রকে শিক্ষা দিচ্ছেন। যে বাপু! তুমি বড় বয়ে গেলে যে, এমন বেতর গাঁজা খেয়ে লক্ষ্মীছাড়া হয়ে যাবে, তাকি একবার মনে কর না? ওটা কি সর্ব্বদা খেতে আছে? যাতে সকল দিক্ বজায় থাকবে, তার পরামর্শ বলে দি সেই মত ব্যভার কর।

পুত্র। কি রকম করব?

পিতা। এই প্রাতঃকালে উঠেই মুখে জল দিয়েই এক ছিলিম খাবে, কেননা, নতুবা দাস্তটা খোলসা হবে না, তার পর দাঁতনটা আস্টা করে একটিপ্

খাবে, কেননা নৈলে স্নান কর্‌তে গেলে গায়ে জল বসে সর্দ্দি হতে পারে। পরে তেল মেখে একবার খাবে কেননা লোকে বলে তেল তামাকে পিত্তনাশ, আর নৈলে ক্ষিদের বেশ জোর বাড়িবে না; তার পর আহারের পূর্ব্বে যেন আর খেওনা, কেননা সর্ব্বদা খাওয়াটা বড় দোষ। পরে আহারান্তে আফিসে যাওয়ার সময় বেশ করে একবার খাবে, কেননা এখন অনেকক্ষণ ধ'রে আর খেতে পাবে না। তবে একটু সঙ্গে লয়ে যাবে, যদি মালীর ঘরে গিয়ে, বাগ করে, একবার খেতে পার; তার পর আপীস হতে বাড়ী এসে, মুখে হাতে জল দিয়ে, নিশ্চিন্তটা হয়ে, তখন ঢাল সাজ করনা কেন? আবার ঢাল আবার সাজ, তাতে ত কেউ নিষেধ করবে না, সমস্ত রাত্রি আছে নিঃ পরয়ায় খাও, সর্ব্বদা ওটা খাওয়া কিছু নয়।

৮৬। কৃপণ ও কোপন।

কৃপণ। (গৃহিণীর প্রতি) বলি কালকের বৈকালির ছোলাগুলা কি করলে?

গৃহিণী। এই ভেজে ভাতের তরকারি করেছি।

কৃপণ। ভালা মোর বাপ্‌রে। খাসা করেছ, লোকসান না হয়, আর কিছু রান্ধ নাই ত?

গৃহিণী। না, না, আর আলুভাতে দিয়েছি।

কৃপণ। তুমিই আমাকে লক্ষ্মীছাড়া করবে, ছোলাভাজা আবার আলুভাতে? এত তরকারি, এবে রাক্কুসে খাওয়া, যদি এত সাথরচে হতে হয়, আপনার বাপের বাড়ী চলে যাও।

লিপদের বোয়া খাই, এমন সময় আবার গুরু এসে উপস্থিত, ইনি অত্যন্ত কোপন স্বভাব, কৃপণ শিষ্য কি করে অন্তরের অনিচ্ছাস্বত্বেও পাকের ব্যবস্থা করে দিল, আর নিজের খাদ্যোপযোগী দ্রব্যও তাঁর কাছে এক পাকে রসুই করতে দিল, (পাছে দেকির কাঠ পোড়ে) মোটে পাঁচ পোয়া চাউল ও দুইটী আলু, তাঁর কাছে দেওয়া হল, দিয়া কহিল, ঠাকুর তবে আমিও আপনার কাছে প্রসাদ পাব, গুরু কি করেন, পাক করে অংশমত অন্ন দুই পাতে দিলেন, আলু-

ভাতেটা নিজেই সমস্ত লইলেন, মনে করিলেন যে ইহার তরকারি বাড়ীতে হইয়াছে। এখন গুরুত এইরূপে চব্য চোষ্য আহারে চটে বসে আছেন,

কৃপণ। আপনার সেবা হয়েছে, তবে আমায় প্রসাদ দিন্।

গুরু। ঐ লও,

কৃপণ। আলুভাতে কৈ? আমি যে দুদুটো আলু দিয়েছি।

গুরু। আমি খাইয়াছি।

কৃপণ। ওঃ দুটোই? আমি কি দিয়ে খাব?

গুরু। তুমি আমার মাতা দিয়ে খাও।

কৃপণ। তা বল্‌লে হবে কেন? আলুভাতে নৈলে কি খাওয়া যায়?

গুরু। তাত আর নাই, তবে আমার আলু দুটো লয়ে ভাত দিয়ে খাওগে। বলিয়া বেগে প্রস্থান।

৮৭। মুসলমানের বাড়ী বিভাগ।

এক মুসলমান, তাহার পুত্র ও কন্যাকে রাখিয়া কবরে গমন করে, কিয়দ্দিন একত্রে থাকিয়া, ভ্রাতাও ভগ্নী পরস্পরের মনান্তর উপস্থিত হয়, সুতরাং পৃথক হইবার নিমিত্ত মল্লাকে মধ্যস্থ স্থির করিয়া বাড়ীতে লইয়া আইসে, তৎসঙ্গে বিভাগ বণ্টন দেখিতে দশজন ভদ্রলোকও আইসেন; মোল্লাজী তাহাদের সরা-মতের ব্যবস্থানুসারে অন্যান্য সম্পত্তি ও বাস্ত বাটী তুল্যরূপে বিভাগ করিয়া দিলেন, এখন যে বাড়ীর যে দিক্‌টী ভগ্নী পাইল, সেই দিকে একটী লাউ গাছ ছিল, তাহাতে অনেকগুলি লাউও ফলিয়াছিল, আর যেদিক্ ভ্রাতা পাইয়াছিল, সেইদিকে এক ঝাড় কদলী গাছ, তাহাতেও কএক কান্দি কদলী ফলিয়াছিল।

ঐ লাউও কদলী বিভাগ করিয়া লইতে পরস্পরের ইচ্ছা হইলে ভ্রাতা কহিল, ওর গাছের কদু কি হবে? ভগ্নী কহিল যে ওর গাছের ক্যালা কি হবে? তাহাতে মধ্যস্থ মোল্লাসাহেব কহিলেন, (ভ্রাতার প্রতি) দেখ তুমি ওর কদুতে হাত দিও না, আর ভগ্নীকে কহিল যে তুমি ওর ক্যালায় হাত দিও না, তা হলেই সব মিটে গেল, শুনিয়া দর্শকেরা মোল্লাসাহেবকে ধন্যবাদ দিতে দিতে চলিয়া গেল।

৮৮। আচমন ও ছোচমন।

একব্যক্তির উদরাময় হয়েছিল, কিন্তু তার পিতৃ শ্রাদ্ধের দিনটা বয়ে যায়, শ্রাদ্ধটা না করা ভাল হয় না, বিবেচনা করিয়া দ্রব্য সামগ্রী সমস্ত আহরণ করতঃ পুরোহিতকে সংবাদ দিল, পুরোহিত যথা সময়ে তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, যজমান শ্রাদ্ধ করিতে বসিল, এখন "মধুবাতাঋতায়তে" ধরেই যজমানের একটী বাতক্রিয়া হইল।

পুরোহিত। আঃ রাম রাম এ আবার কি ?

যজমান। আজ্ঞে দৈবাত হয়েছে, তা এখন কি হবে ?

পুরো। হবে আর কি, পুনরায় আচমন কর।

যজমান। যে আজ্ঞা, বলিয়া আচমন করিল, পরে ভূর্য্যোসর্গ করিতে করিতে আবার বাতকর্ম্ম।

পুরো ! আঃ কি আপদ ! এ কার্য্যটা আগে হোক্, তারপর চালাও পেদ হে বাপু ! আবার আচমন কর।

যজ। যে আজ্ঞা, মশায় ! মনে কিছু করবেন না, পেটটা কেমন খারাপ হয়েছে।

বলিয়া পুনরায় আচমন করতঃ যখন পিণ্ড হস্তে

"অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবাঃ" আওরাচ্ছে, তখন আবার তাই, এবার গুজুরত খোদ পর্য্যন্ত, কাপড়ে ও আসনে।

পুরো। আমর, গুওটা ! করেছিস কি ? এই কি তোর পিণ্ডদান, আবার আচমন কর্।

যজ। আজ্ঞে, এবার আপনাকে একটু সবুর করতে হবে, পুকুর ঘাটে না গেলে ত হচ্ছেনা এবার কেবল আচমনে আর সারচেনা ছোচমন দরকার হয়ে উঠেছে।

পুরো। দূরহ, বেটা করেছিস কি ? শালগ্রামে ছিটে লাগে নাই ত ?

৮৯। তোষামোদ।

একব্যক্তি এক বাবুর বৈটকখানায় বেড়াতে গিয়ে দেখলে যে কতকগুলি লোক, বাবুর কাছে বসে মনরাখা কথা কচ্ছে, বাবুও সমাদরে নিজ অম্বরি তামাকের কল্‌কে খুলে তাদের দিচ্ছেন, তিনি আর কল্‌কে প্রসাদ পাচ্ছেন না, তাঁর তামাক খাবার ইচ্ছাটা সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু সে তোষামুদি জানেনা, কলকেও পেলেনা, তখন তাঁর মনে মনে হইল, যে হারে, কেন আমি তোষামুদি শিখি নাই? কেন তোষামুদি আমার ধেতে সহ্য হয় নাই? করি কি তোষামুদি ব্যতীত ত বাবুদের কাছে মান নাই, যত্ন নাই, যাই হোক আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আজই তোষামুদি শিখে আর কাজ।

এদিকে বাবু ডাকিলেন, ওরে নিতে!

চাটুকারেরা অম্নি ওরে নিতে! নিতেরে! করে গলা ভেঙ্গে ফেললে।

বাবু পান চিবুতে চিবুতে বিষম খেলেন, অম্নি তোষামুদেরা ষাট্ ষাট্ করে উঠল, বাবু হাইতুল্‌লেন, তারা তুড়ি দিতে লাগ্‌ল, বাবু হাঁচলেন. তারাও জীব জীব, সহস্র জীব বলে, শুভ প্রার্থনা করলে; এ ব্যতীত মধুর বাক্যে কতই সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগ্‌ল, শিক্ষার্থী একপ্রকার শিক্ষা প্রাপ্ত হইল. সে দিন সভাভঙ্গ হ'ল, নাট্যশালার যবনিকা পতন।

পরদিন প্রত্যুষে ঐ শিক্ষার্থী সভায় যাইয়া দেখিল, বাবু উদয়াচলে অধিরোহন করেছেন, রাশিচক্র চতুর্দ্দিকে মিট্‌মিট্ করছে, সেও একটী উপগ্রহের মত এক পাশে বসিল, এখন বাবু একটী ঢেকুর তুলিলেন, শিক্ষার্থী ষাট ষাট করিল, ক্রমে একথা সে কথার পর বাবু একবার কেশে উঠলেন, সে তুড়ি দিতে লাগিল, বাবু বায়ু নিঃসরণ হইল, সে জীব জীব বলিয়া উঠিল। শুনিয়া সভাস্থ সকলে কাঁচা লোক, কাঁচালোক, বলে তাকে উপহাস করতে লাগল। হেন কালে বাবু প্রস্রাব কর্‌তে উঠলেন, দেখে সে বল্‌লে, ধর্ম্মাবতার! কোথায় গমন হবে? বাবু বলিলেন· বস বস, প্রস্রাব করে আসি, শুনিয়া সে বিনীত ভাবে কহিল, হুজুর! এ দাস উপস্থিত থাক্‌তে, আপনার স্বয়ং যাওয়া কি হতে পারে? লোকে কি বল্‌বে?

৯০। আধ পয়সার খেউরি।

বাবু। (চাপকানের পকেট হ'তে একটী আধলা পয়সা বাহির করে পরামানিকের হাতে দিয়া) ওহে! আমায় বেশ করে কামিয়ে দাওত।

নাপিত। আসুন আসুন, রোকাকড়ি চোখা মাল, আপনি যখন নগদ আধলা একটা একবারেই দিয়েছেন, তখন আর বেশী বল্‌তে হবে কেন?

এই বলিয়া দাড়ি না ভিজাইয়া খুর চালনা আরম্ভ করিল,

বাবু। (জ্বালায় অস্থির হইয়া) একি হে জ্বলে মলাম যে, দাড়িটা ভিজালে না?

নাপিত। আজ্ঞে, আধপয়সার কামানিতে দাড়ি ভিজান নাই, এক পয়সার কামানে, আধপয়সার দাড়ি ভিজান আর আধপয়সার কামান। আপনি ত দাড়ি ভিজাবার দাম দেন নাই, প্রণামের মত আশীর্ব্বাদ চিরকালই আছে।

বাবু। তবে আমার পয়সা ফিরে দাও।

নাপিত। এই লৌন্, শূন্যো গোয়াল ভাল, নৈলে আবার এখনই জামড়ো কাটাটা ফাও চাবেন, কি আপদ! চাপকান গুলো বাবুদিগে বর্ণচোরা করে তুলেছে।

৯১। হরিনামে অশুভ ফল।

কতকগুলি বারইয়ারি পূজার ড্যাকরা ব্রাহ্মণ চান্দা সংগ্রহের জন্য কলিকাতার কোন এক ধার্ম্মিক বাবুর বাড়িতে উপস্থিত হইল, বাবুর সর্ব্বাঙ্গে রাধাকৃষ্ণ নামাঙ্কিত ছাপ, গলদেশে ত্রিকণ্ঠি তুলসির মালা, হস্তে হরিনামের ঝুলি, ঈষন্মুদিত নেত্রে হরিনাম করিতেছেন, ব্রাহ্মণগণ সম্মুখীন হইয়া উন্নত হস্তে, বাবু! আশীর্ব্বাদ করি, বলিয়া যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলেন, বাবুও করযোড়ে প্রণাম করিলেন।

ব্রাহ্মণগণ। বাবু! আমাদের বারইয়ারি পূজা, মা অন্নপূর্ণা পূজা হবে, কিন্তু উপযুক্ত অর্থের অভাব, তাই আপনার নাম শুনে এখানে আসা হয়েছে, আপনি আমাদের আশাপূর্ণ করে, ধর্ম্ম আর যশোলাভ করুন।

বাবু ব্রাহ্মণগণের যাচ্ঞা শ্রবণে, সে কথার কোন উত্তর করিলেন না; অপিচ হরিনামে বিলক্ষণ মনঃ সংযোগ করিলেন।

ব্রাহ্মণগণ। আমাদের প্রার্থনাটা শুন্‌লেন কি ?

বাবু। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং.
কলৌনাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।
উচ্চরবে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণগণ আবার জানাইল, বাবু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, কি করেন মশায়! ছিঃ, হরিনামের সময় অন্য কোন কথা কি ভাল লাগে ?

ব্রাহ্মণ। আজ্ঞে, হরিনামই কি সকল সময়ে ভাল লাগে ?

বাবু। কি, হরিনাম সকল সময়ে ভাল লাগে না ? এমন সময় কি আছে ?

ব্রাহ্ম। আছে বৈ কি,

বাবু। দেখাতে পার ?

ব্রাহ্ম। যদি পারি,

বাবু। তা হলে পঁচিশ টাকা দিব।

ব্রাহ্ম। ভাল, তবে আমরা স্নানাহ্নিক করে আসি।

বলিয়া ব্রাহ্মণগণ সত্বর স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া বাবুর সদর দরজায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, পাল্‌কি বেহারা উপস্থিত; শুনিলেন, বাবুর পুত্র এই পালকিতে এখনই আপিস যাইবেন, ব্রাহ্মণেরা অপেক্ষা করিয়া দরজায় বসিলেন, কর্ত্তা বাবু তামাক খাইতে খাইতে দরজায় আসিয়া দাড়াইলেন, এদিকে বাবুর পুত্রও পেন্‌টুলেন, চাপকান পরিধৃত, ক্যাস বাক্‌স হস্তে বাড়ির বাহির হইয়া পালকিতে বসিলেন, বেহারাগণ যেমন পালকি তুলিল, ব্রাহ্মণগণ অমনি হরি হরি বল, একবার হরি হরি বল, বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিবোল দিল, কর্ত্তা বাবু ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া কহিলেন, কি ঠাকুর! তোমাদের এত বড় স্পর্দ্ধা, যে আমার পুত্র যাত্রা করিয়া আপিসে যাচ্চেন, তোমরা কি না হরিবোল দিলে ? তোমাদের মুখ দর্শন করতে নাই, কি অমঙ্গলের কথা।

ব্রাহ্মণগণ। কেন মশায়! আপনি যে বলেছেন, হরিনাম মন্দ লাগবার সময় নাই, এখন মন্দ লাগল কি না ? দিন আপনার প্রতিজ্ঞামত পঁচিশ টাকা।

৯২। কথার কৌশলে মুক্তি।

এক রাজা সূর্য্যাস্তের অনতি পূর্ব্বে, তাঁহার এক ভৃত্যকে আদেশ করিলেন, ওহে! মন্ত্রীভবন হতে মনুসংহিতা গ্রন্থখানি শীঘ্র লয়ে এস। ভৃত্য আদেশ মাত্রে গমন করিল, পথে যাইতে যাইতে তাহার শারীরিক কোন অবস্থান্তর প্রযুক্ত কিয়ৎকাল বিলম্ব হইল, পুস্তক লইয়া আসিতে সময় অতীত, ও সন্ধ্যা হইয়া গেল, সভাভঙ্গ সূচক ঘটিকাধ্বনি হইলে পুস্তক হস্তে ভৃত্য উপস্থিত।

রাজা। এই যে, আমার কার্য্য তৎপর ভৃত্য উপস্থিত হয়েছে, হাঁরে! তুই এত অকর্ম্মণ্য, তোর কার্য্য তৎপরতা কিছুমাত্র নাই, তুই আমার যে ক্ষতি করেছিস্ তোর শিরচ্ছেদন হওয়া আবশ্যক।

ভৃত্য। মহারাজ! শিরচ্ছেদন হয়, এমন দুষ্কর্ম্ম আমি কিছু করি নাই, তবে পথে শারীরিক কোন পীড়া উপস্থিত হওয়ায় আস্তে কিছু বিলম্ব হয়েছে সে জন্য দাসের প্রতি ক্রোধ মার্জ্জনীয়।

রাজা। তোকে শাস্ত্রের বিধি জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, তোর বিলম্বে আমার বিলক্ষণ কার্য্য ক্ষতি হয়েছে।

ভৃত্য। মহারাজ! এই সময় মধ্যে আপনার কার্য্যের বিশেষ ক্ষতি না হতে পারে, সন্ধ্যার পর ত এই কার্য্য হওয়ায় কোন হানি নাই।

রাজা। সন্ধ্যার পর তা হতে পারে না।

ভৃত্য। কেন মহারাজ! না হবে কেন? এত জয়দ্রথ বধ নয়, যে সূর্য্যাস্তের পর নিষিদ্ধ।

রাজা। কি বেটা ছোটমুখে বড়কথা।

ভৃত্য। ধর্ম্মাবতার আমি ত মানুষ, কাকাতুয়া পাখীরা ও উচিৎ কথা কয়ে থাকে।

রাজা। ফের উত্তর, কর্ত্তার সঙ্গে ফের উত্তর, উত্তরদায়ক ভৃত্য রাখতে নাই, এত স্পর্দ্ধা। (জনান্তিকে) ও জল্লাদকে ডেকে এখনই এর মস্তক ছেদন কর।

এক দূত জল্লাদকে ডাকিতে গেল।

রাজা। দেখিস যেন বিলম্ব না হয়, কোন কার্য্যে বিলম্ব সহ্য হয় না।

ভৃত্য। (দূতের প্রতি) বিলম্ব হলে দুজনারই এক সঙ্গে ওকর্ম্ম হবে।

(রাজার প্রতি) মহারাজ জল্লাদের আস্‌তে ত এখনও বিলম্ব আছে, আপনার বিলম্ব সহ্য হয় না, ততক্ষণ না হয়, আমার কানমলে দেওয়া হোক্ না? অকারণ সময় নষ্ট করবেন কেন?

শুনিয়া রাজার হাসি আসিল, ক্রোধও উপষমিত হইল।

৯৩। শ্বশুর—জামতার রসিকতা।

শ্বশুর। দেখ বাবা! এখন আমরা বাড়ী এসেছি দশজন ভদ্রলোক দেখা-শুনা করতে আসবে, যেন কোনরূপ, কোন কথার রহস্য করা হয় না, বিদেশে কার্য্য কর্ম্ম কর্‌তে গিয়ে ততটা কায়দা করে থাকা চলে না, অনেক হাস্য পরিহাসের কথা সকলেরই হয়ে থাকে কিন্তু দেশে এসে পাঁচজন মান্যগণ্য ব্যক্তির সম্মুখে সেটা হলে যেন পরস্পরের কিছু মান হানী বোধ হয়।

জামতা। আজ্ঞে, তা বটেই ত, তা সেজন্য আমায় সাবধান করতে হবে না, আমি কি এতই নির্ব্বোধ?

শ্বশুর। তা নয় তবে কি অভ্যাসবশতঃ অনেক হয়ে পড়ে, সেটাতে ত সতর্ক হওয়া চাই।

জামতা। আজ্ঞে, তা হবে।

এখন উভয়েই একত্রে আহারে বসিলেন, প্রাচীনা গৃহিনী অর্থাৎ জামতার শ্বাশুড়ী পরিবেশন করিতে আসিয়াছেন। কর্ত্তা বাড়ী আসায় তিনি নূতন শাঁখা জোড়াটী পরিয়াছেন পক্ককেশগুলি ও বিন্যাস করিয়াছেন ইত্যাদি দৃষ্টে

কর্ত্তা। বলি, একি ভাঙ্গামন্দিরে গোলা ফিরান হয়েছে কেন?

কর্ত্রী, জামাতা সমীপে নীরবে ও অধোবদনে রহিলেন, কিন্তু জামতাটীর বিদেশে শ্বশুরের সহিত রসিকতা করা অভ্যাস জন্মিয়াছে, জামতা উত্তর না দিয়া থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন, যে ভাঙ্গামন্দিরে গোলা ফিরাবার কারণ এই, আজ নাকি মদনমোহন রাসে উঠবেন তাই।

৯৪। নবাব ও ময়নাপাখী।

কোন পক্ষী বিক্রেতা, একটী ময়নাপাখী বহুযত্নে "তার সন্দেহ কি" এই কথাটী শিখাইয়াছিল, কোন নবাব, পক্ষী ক্রয়মানসে ঐ পক্ষীবিক্রেতার দোকানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ওহে! তোমার দোকানে কোন সুশিক্ষিত পক্ষী আছে?

বিক্রেতা। হুজুর! আমার এক বহুমূল্যের ময়নাপাখী আছে, তার দাম লক্ষ টাকা, ঐ দেখুন খাঁচায় আঙ্গুর খাইতেছে।

নবাব। বল কি, ইহার মূল্য এত অধিক?

বিক্রেতা। হুজুর! আপনি ঐ পাখীকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন কি বলে।

নবাব। আচ্ছা, ওহে ময়না! তোমার মূল্য কি লক্ষ টাকা?

ময়না তাহার শিক্ষানুসারে কহিল তার সন্দেহ কি?

নবাব পক্ষী বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া লাখ টাকা দিয়া পক্ষী ক্রয় করতঃ আপন আবাসে আনিয়া—যত্নপূর্ব্বক রাখিলেন, পরে পক্ষীর পরীক্ষার্থ আপন উজীরকে লইয়া পক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ময়না! তুমি কি ভালবাস? কোন্ কোন্ বিষয় শিক্ষা করেছ? পক্ষী নীরব রহিল নবাব তখন অনুতাপ করিয়া কহিলেন, যে পক্ষী বিক্রেতা আমাকে বঞ্চনা করিয়া লক্ষটাকা লইয়াছে, আমি কি নির্ব্বোধ, শুনেছি দীর্ঘ দাড়িযুক্ত ব্যক্তিরা নির্ব্বোধই হইয়া থাকে, তবে লোকেও আমাকে নির্ব্বোধ বলিয়া অনুমান করে, অতএব আমার লম্বা দাড়ীটার কিয়দংশ পোড়াইয়া ফেলি, এই বলিয়া যেমন দীপশিখায় অর্পণ করিলেন, অমনি সমস্ত দাড়ি পুড়িয়া গেল, তখন মনোদুঃখে কহিলেন, একি হ'ল? আমি যথার্থই নির্ব্বোধ, এই সময়ে ময়নাও কহিল, তার সন্দেহ কি?

৯৫। কথক রামধন ও গদাধর শিরোমণি।

সুবিখ্যাত কথক রামধন শিরোমণি কোন স্থানে বেদীতে বসিয়া রামায়ণ কহিতেছেন, যে রাবণপুত্র মেঘনাদ, মেঘের অভ্যন্তরে থাকিয়া জলবর্ষণের ন্যায় শর বর্ষণ করিতে লাগিল, বানরগণ ক্ষত বিক্ষত শরীরে সখে! তাত! বন্ধো! জলং দেহি ইত্যাদি শব্দে উভু ল্যাজ করে প্রস্থান কর্‌তে লাগ্‌ল। সেইদিন গদাধর শিরোমণি কথক মহাশয় কথা শুনিতে উপস্থিত ছিলেন, তিনি, উভু ল্যাজ

এই ইতরভাষা শুনিয়া বলিলেন, এটা উন্নত লাঙ্গুল বলা উচিৎ ছিল, পুরাণ ব্যাখ্যায় সংস্কৃত বাক্য ব্যতীত ইতরভাষা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ; রামধন শিরোমণি মহাশয় তাহা শুনিয়া কহিলেন "মুণীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ"

গদাধর কহিলেন, আপনি যত কেন সংশোধনের চেষ্টা করুন না, আপনার যে ল্যাজ বেরিয়েছে, তা আর কাট্‌লে সারছে না। সভাস্থ অনেক শ্রোতা হাস্য করিল, রামধন মনে মনে কিছু অপ্রতিভ রহিলেন।

অপর একদিন রামধন ভারত কহিতেছেন, সেদিনও গদাধর শ্রোতা। রামধন কহিতেছেন, যে রাজা দুর্য্যোধন শকুনীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, যে মাতুল! আপনি কি পঞ্চ পাণ্ডবের ভয় করেন? শকুনী কহিলেন যে না মহারাজ! আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের ভয় করি না, যেহেতু ওটী অতি ভাল মানুষ, জড়পিণ্ডবৎ ভসর ভোঁ বিশেষ।

দুর্য্যো। অর্জ্জুন কে?

শকু। ওটী বাবুগোছের লোক অতি সুখী, ওকেও ডরাই না।

দুর্য্যো। ভাল, তবে ভীমকে?

শকু। না, ওকেও নয়, "আকার সদৃশঃ প্রজ্ঞঃ" ও নিজে যেমন মোটা, ওর বুদ্ধিটাও তেমনই, ওকেত ভয় নাই (গদাধরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) ভয় কেবল ওর ঐ গদাটাকে।

এইরূপ শ্লেষ বাক্য শ্রবণে, সভাস্থগণ হাস্য পূর্ব্বক ভূরি প্রশংসা করিলেন।

৯৬। রাজা ও সদ্বক্তা।

এক রাজসভার সদ্বক্তার দুইটী দাঁত পড়িয়া গিয়াছিল, সে একদিন সভায় উপস্থিত হইলে রাজা কহিলেন, তোমার বিষদাঁত ভেঙ্গেদিলে কে?

বক্তা। আজ্ঞে, এই রাজবাড়ীর মালে।

এই উত্তরে রাজা কুপিত হইয়া আদেশ করিলেন, জহ্লাদ! এই ব্যক্তির যতদূর মুখ ততদূর কথা, এ আমার অন্তঃপুর সম্বন্ধে শ্লেষ করে কথা কয়, এতবড় স্পর্দ্ধা, তুমি তোমার তরবারি শান দিয়ে এর মস্তক ছেদন কর।

বক্তা। রাজন! যদি আমার মাতাটা কাটাই, আপনার রাজবিচার সঙ্গত হয়, তবে শা[illegible]ওয়ার প্রয়োজন কি?

বিলম্ব হবে, শুভকর্ম্ম শীঘ্র হওয়াই ভাল, ভাল ধার না থাকে না হয়, দুই চোটেই হবে তাতে ক্ষতি কি? এত আপনার মানস্ত বলিদান নয়, যে ২ চোটে হলে, গৃহস্থের অমঙ্গল হবে?

৯৭। পুকুরের বিবাহ।

কোন সময়ে মুরসিদাবাদের নবাব, তাঁহার উজিরকে কহিলেন, যে দেখ উজির! কৃষ্ণনগরের রাজাকে যতবার দায়গ্রস্থ করা হয়েছে, তাতে সে অতি সন্তোষ জনক কৌশলে সে দায় হতে মুক্তিলাভ করেছে, লোকটা অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান বটে?

উজির। - হুজুর! তিনি যত বুদ্ধিমান হৌন্ বা না হৌন, শুনেছি, তাঁর একজন গোপাল ভাঁড় নামে সভাসদ্ আছে, তারই বুদ্ধিকৌশলে রাজার প্রায় সমস্ত আপদুদ্ধার হয়ে থাকে।

নবাব। ভাল, সে যাই হৌক্ এবার তার বুদ্ধি পরিক্ষা করব, দেখব সে কি উপায়ে দায় মুক্ত হয়? দেখ, রাজাকে এই মর্ম্মে এক তাগিদ পত্র লেখ, যে আমার নগর মধ্যে একটী পুকুরের বিবাহ উপস্থিত, আগামী ১৭ই আষাঢ় সোমবার দিন স্থির হয়েছে, তদুপলক্ষে আগামী ১৪ই শ্রাবণে ভোজ ও নৃত্যগীতাদি হবে, অতএব তোমার অধিকার মধ্যে যত পুকুর আছে, সকলকে নিমন্ত্রণ করবে, এবং তৎপূর্ব্বে মুরসিদাবাদের বাটীতে পাঠাইয়া দিবে, ইহা আমার অত্যন্ত সন্তোষের কার্য্য, হুকুম তামিল না হলে ধার্য্য দিবসের এক হপ্তা পরে তোমাকে রাজ্যচ্যুত করে, অপর কোন সুযোগ্য ব্যক্তিকে রাজাসনে অভিষিক্ত করা যাবে, ইহা মালুম করিবা ইতি।

উজির। হুজুর! এ খুব জবর যুক্তি বটে,

এই বলিয়া ঐ মর্ম্মে পত্র লিখিয়া লোকদ্বারা রাজার নিকট প্রেরিত হইল।

এখানে কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজ্যেশ্বরের পত্র পাঠেই মূর্চ্ছাপন্ন, একি সর্ব্বনাশের কথা, মস্তকে ন্যস্ত হস্তে বসিয়া পড়িলেন, রাজভবন হুলস্থূল হইয়া উঠিল, হটাৎ কি অসুখ উপস্থিত হওয়ায় মহারাজ ম্রিয়মান। সভাসদ্গণ রাজবাচনিকে কারণ শ্রুত হইয়া চক্ষুস্থির, কাহারও মুখে কথাটী নাই, সভা যেন

মৃণ্ময় পুত্তলিকাময়, রাজা যেন "নির্ব্বাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপঃ" অধিকন্তু মধ্যে মধ্যে কেহ মাতা চুলকাইতেছে, কেহ হাই তুলিতেছে, কেহ বা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। এমন সময় গোপালের প্রবেশ।

গোপাল। একি মহারাজ! আপনি এমন অবস্থায় কেন? শরীর ভাল আছে ত?

রাজা। আর বাপু! নবাব সাহেবের হাঙ্গামে শরীর আর ভাল থাকে না, তুমি তাঁর অনেক উৎপাতে রক্ষা করেছ।

এবার আর সে আশা নাই, ধনে প্রাণে গেল'ম আরকি।

গোপাল। কেন? কি হয়েছে বলুন না, গোপালের হাঁপালে টেকে কে?

রাজা নবাবের প্রেরিত পত্র পাঠ ও দীর্ঘ নিশ্বাস।

গোপাল। এই কথা, আমি বলি কি একটা বড় কথাই উপস্থিত হয়েছে; দেশের পুকুরদের নিমন্ত্রণ করে মুরসিদাবাদ পাঠাতে হবে তা হবে তার আর কি।

রাজা। ও কি, তুমিও পাগল হলে নাকি? পুকুর কি পাঠান যায়? এটা কেবল ছলে আমায় রাজ্যচ্যুত করা মাত্র।

গোপাল। আজ্ঞে, এই গোপাল না থাকলে তাই বটে, এই ত মোটা মোটা মাহিনা, ঢোল সমুদ্রের মত ভূঁড়ি অনেক কর্ত্তা বসে আছেন, কেউ একটা উপায় বলতে পারছেন না?

"——নন্দা ডিঙ্গুতে মাতা করে হেট" যাই হোক আমি একটা উপায় বলে দিই করুন। রাজ্য, মান, যশ, সকলই থাকবে।

রাজা। বটে গোপাল! বাঁচাও বাবা, তোমায় যথেষ্ট পুরস্কার আর মা জগদম্বার পূজা দিব।

গোপাল। মা জগদম্বার বাবার সাধ্য নাই, সে কলা মুলো গুলো আমায় দিলে কাজ দেখবে। আপনি এক কর্ম্ম করুন। ঐ পত্রের প্রত্যুত্তরে লিখে দিন্ যে হুজুরের আজ্ঞা পত্রপ্রাপ্তে হুকুম মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক আমার অধিকারস্থ পুষ্করিণীগণকে তলপ দিয়া হাজির করিয়া হুকুম জাহের করায়, তাহারা জবাব করিল যে, নবাব সাহেবের হুকুম পালন করা আমাদের সৌভাগ্য ও কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু পুকুর জাতি, মনুষ্য জাতি কৃত নিমন্ত্রণে বাধ্য হইতে পারি না, তাহাতে আমাদের মানের লাঘব আছে। বিশেষতঃ আমাদের পুষ্করিণী জাতি মাত্রেই

এই কথা শুনিলে আমাদিগকে কুটুম্বিতা হইতে দুর করিয়া দিবে আর বিধিমতে অপদস্থ করিবে। আর আমাদের পুত্র কন্যাগণের বিবাহ হওয়া ভার হইয়া উঠিবে। অতএব নিবেদন এই যে মহামান্য নবাব সাহেব, আমাদের নিমন্ত্রণের নিমিত্ত জনৈক পুষ্করিণীকে কৃষ্ণনগর পাঠাইয়া দেন তৎসঙ্গেই আমরা মুরসিদাবাদ রওনা হইব। আর আমি শারীরিক কিছু অসুস্থ আছি, এবার ক্ষমা প্রার্থনীয়, ঐ পুকুরের পুনর্ব্বিবাহের সময় উপস্থিত হইয়া হুজুরের শ্রীচরণ ও ঐ বিবাহ উৎসব দর্শন করিব নিবেদনেতি।

রাজা। (সহাস্য বদনে) তাইত, এযে অতি উত্তম হ'ল; এই বলিয়া উল্লিখিত মত পত্রে লিখিয়া দূত প্রেরিত হইল। নবাবও প্রত্যুত্তরে পরম সন্তোষ হইয়া যথোচিত পুরস্কার পাঠাইয়া দিলেন।

৯৮। গোপালভাঁড়ের রহস্য।

অর্দ্ধোদয় যোগ, গঙ্গাস্নানের বড়ফল, হিন্দু মাত্রেরই আবালবৃদ্ধবনিতা, জাহ্নবী তীরাভিমুখে ধাবিত। গোপাল, বেগারের পুন্নে গঙ্গাস্নানের চেষ্টায় কৃষ্ণনগরেরশ্বরকে উক্ত যোগের বহুব্যাখ্যাদ্বারা উৎসাহিত করিলেন, কিন্তু রাজা গোপালকে (বোধহয় কোন রহস্য শ্রবণ মানসে) আহ্বানাদি না করিয়া অন্যান্য পারিষদগণ ও পুরমহিলাকুল সমভিব্যাহারে ৺তীরে উপস্থিত হইলেন।

এদিকে চতুর চূড়ামণি গোপাল রাজার অনাহ্বনে অভিমানে ও রাগে ফুলিতে ফুলিতে নির্দ্দিষ্ট ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন পারিষদগণ পরিবৃত রাজা, ও তৎপার্শ্বে কুলকামিনীকুল স্নান ও পুজাদি করিতেছেন, গোপাল রাজার সহিত বাক্যালাপ না করিয়া একপার্শ্বে নামিয়া স্নান করিলেন এবং আহ্নিক করিবার জন্য একখানি শুষ্ক গঙ্গামৃত্তিকা বামহস্তে ঘর্ষণ করতঃ তিলক আদি করিতে লাগিলেন।

রাজা গোপালকে শুষ্কমৃত্তিকায় তিলক করিতে দেখিয়া (জনান্তিকে) কহিলেন, ওহে! দেখ এব্যক্তি কি নির্ব্বোধ, এব্যক্তির শাস্ত্রজ্ঞান কি ব্যবহার বোধ কিছুমাত্র নাই, যেহেতু যে বস্তুর অভাব হয়, তাহার জন্যই লোকে তাহার অনুকল্প স্বীকার করিয়া থাকে, সেই বস্তু উপস্থিত কে, তাহার অনুকল্প গ্রহণ

করে? মধু স্বত্বে কে গুড় দেয় সে অবশ্যই অজ্ঞ। দেখ, এই গোপাল, প্রকৃত মৃত্তিকা থাকিতে শুষ্ক মৃত্তিকা ঘষিয়া তিলক করিতেছে, কি অজ্ঞান।

প্রত্যুৎপন্নমতি গোপালের একে রাজার অনাদরে, ক্রোধে ও লজ্জায় হৃদয়, ধূমগুমিত হইয়াছিল, তাহাতে রাজার শ্লেষময় বাক্য বাতাসে এককালীন জ্বলিয়া উঠিল; তখন সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিলেন মহারাজ! শুষ্ক মৃত্তিকার তিলক করায় আমার প্রতি যে দোষারোপ ও ভৎর্সনা করছেন ইহাতে বিজ্ঞতা বলিয়া বোধ হয় না, কারণ শাস্ত্র অপেক্ষা ব্যবহার প্রধান ও মাননীয় হইয়া থাকে, শুষ্ক গঙ্গা মৃত্তিকার তিলকটা ব্যবহার, লোকে তাহাই করিয়া থাকে। তাই আমি করিয়াছি, আর প্রকৃত বস্তু উপস্থিতে যে অনুকম্প করিতে হয় না, এমন কোন কারনও দেখিনা, যেহেতু আপনি যে এমন বিচক্ষণ রাজা, আপনার কৃতকার্য্যে প্রকৃত বস্তু স্বত্বে অনুকম্পা প্রকাশ পাইতেছে, দেখুন আপনি যে ইষ্টপূজা করিতে করিতে যোনিমূদ্রা দেখাইতেছেন, ইহাতে অঙ্গুলি সঙ্কেতে ঐ মূদ্রার অনুকল্প করা হইতেছে, যদি উপস্থিত বস্তুই আবশ্যক হয়, তবে এই মাঠাকুরাণীরা উপস্থিত থাকিতে অঙ্গুলি সঙ্কেত কেন?

উত্তর শ্রবণে পারিষদবর্গ হাসিল, রাজাও প্রীত হইয়া প্রচুর পুরস্কার প্রদান করিলেন।

৯৯। দোজবরে বরের বাজনা কেন?

এক মাতাল সহরের সদররাস্তায় পড়ে আছে, দেখে পাহারাওয়ালারা পাছে গাড়ীঘোড়ায় মারা যায় এই আশঙ্কায় অথবা সরকারী আইনানুসারে ঝোলায় করিয়া পুলিসে লইয়া যাইতেছে, যাইতে যাইতে মাতালের মনে হইতেছে, যে আমি পালকি চড়িয়া বিবাহ করিতে যাইতেছি, এমন সময় এক পথিক কৌতুক পূর্ব্বক কহিল, কি, বাজে, না বাজে না?

মাতালের মনে আছে বিবাহ, সে কহিল, বাজনা? আর বাবা! বাজনায় কাজ নাই, বিয়ে হচ্ছে, এই অনেক, আবার বাজনা? আমি যে দোজবরে বর।

১০০। পৈত্রিক উমেদার।

দুরবস্থা না হইলে কেহ চাকরীর উমেদারী করে না, কোন কৃতবিদ্য ভদ্র-সন্তান একটী আপিসের মুচ্ছুদ্দি বাবুর নিকট একটী চাকরীর প্রার্থনা করে; বাবু বলেন, যে এরূপ বেশে চাকরী হতে পারে না, তুমি ভদ্রোচিত পোষাক পরিচ্ছদে এসে, উপস্থিত হবে, উমেদার নিতান্ত অভাবেও আশার দাস হইয়া কোন কোন গৃহস্বামগ্রী বিক্রয়করতঃ পোষাক করিয়া নিত্য নিত্য আপিসে উপস্থিত হইতে লাগিল, মুচ্ছুদ্দি বাবু একদা কহিলেন, তুমি প্রতিদিন বাড়ীতে আহার করিয়া দশটার সময় আপিসে উপস্থিত হইবে আর আপিসের সদর দরজায় একখানি চৌকী লইয়া বসিয়া থাকিবে, সাহেব লোক আসিলে সেলাম ও বাঙ্গালীবাবু আসিলে নমস্কার করিবে, আর অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রবেশ করিতে দিবে অথবা নিষেধ করিবে।

উমেদার অগত্যা তাহাই করিতে লাগিল, বহুদিন যায়, চাকরী আর হয় না, তাহার খাদ্য ও পরিধেয় বস্ত্রের একান্ত অভাব হইল, মলিনবদনে ও বিষন্নবদনে একদিন সেইরূপ বসিয়া আছে, এমন সময় এক পাগল ছিন্নভিন্নবেশ উলঙ্গ প্রায়, তাহার সম্মুখ দিয়া আপিসে প্রবেশ করিয়া নৃত্যগীত আরম্ভ করিল, সাহেবও বাবুরা বিরক্ত হইলেন, তখন মুচ্ছুদ্দিবাবু উমেদারকে কহিলেন যে তুমি কেন এখন পাগলকে প্রবেশ করিতে দিয়াছ? তুমি জান, তোমায় এই দণ্ডে পিনেল-কোর্ট সোপরদ্দ করা যাইবে। তুমি কেননা ফৌজদারী সোপরদ্দ হইবে তাহার উপযুক্ত কারণ দর্শাও।

তখন উমেদার ভীত হইয়া ভাবিতে লাগিল, যে আমি ঘরের খাইয়া পরিয়া আপিসের কার্য্য করিতেছি, কিন্তু একটীতে মেজেষ্টরি সোপরদ্দ, একেই বলে "লাভঃ পরম গোবধঃ"। যাই হউক এর উপযুক্ত কারণ দর্শান উচিত হতেছে, বলিয়া বলিতে লাগিল, মহাশয়! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, আমি জানিনা যে ঐ ব্যক্তি পাগল, মনে করিয়াছিলাম, যে উনি আপনার পৈত্রিক উমেদার স্বর্গীয় কর্ত্তাদের সময় হতে বহুকাল উমেদারি করছে, চাকরি হয়নাই, বস্ত্রাদির অভাব হয়েছে, তাই এ দশা, আর উলঙ্গ, এই দেখুন আমিই প্রায় উহার মত হয়ে উঠেছি। নিজের সহিত তুলনা করিয়া চলিতে হয়।

১০১। ছয়মাস ফাঁসি।

এক মাতালের বমনোদ্রেক হয়েছে, সে লালদীঘি সম্মুখে দেখে সুললিত অষ্টবক্র ভঙ্গীতে ঘাটের দিকে যাইতেছে, দেখিয়া পাহারাওয়ালা, ঐ মাতাল বমি করিবে জানিতে পারিয়া কহিল, ওবে! ওধার মৎযাও,

মাতাল। যাও বাবা! তুমি বড় বদ্‌খত লোক, সময় বোঝ না?

লালদীঘি তোর সাহেবদের পরকালে সাক্ষী দিবে নাকি ওয়াক্ থু।

পাহারা। আরে কেয়া করতা হ্যায়, ওধার যাও, শুনেগানেই ত পুলিস্‌মে দেগা—

এই বলিয়া তার হস্তস্থিত ভিন্দিপাল দেখাইল, মাতাল পেয়াদা বাবার ভয়ে আর ঘাটে যাইতে পারিল না, অতঃপর এই বলিয়া গেল যে, হারে আমাদের ভগীরথ, তার দীঘিতে কতলোক নাচ্ছে থাচ্ছে, কত কি কর্‌ছে কোন কথাই নাই, হ্যাদে বেটারা ডেড়ঝিনুক একটা ডোবা কেটে, পাহারাওয়ালা, পুলিস, কত ভিরকুটি। যাস্ দেখি আমাদের গঙ্গার ঘাটে, বাবা ছমাস ফাঁসি।

১০২। শ্রাদ্ধ গড়ান।

এক তাঁতি, তার মা ও পুরোহিত।

তাঁতি। মা! বাবার শ্রাদ্ধের দিনটা কবে?

মাতা। তোর মনে নাই? সেই ভত্তি আমাবস্থে রাসের দিন।

পুরোহিত। তবে আমি যেমন যেমন বলেছি, যেন আয়োজন ঠিক থাকে, আমি সকাল সকাল আস্‌ব।

তাঁতি। দা ঠাকুর! কেমন করে সব কর্‌ব? আমি ত শ্রাদ্ধ কথন করিনাই, পারব ত? না হয় আমার খুড়তুত সম্বন্ধী গুই মশায় এসেছে, সে করলে হয় না? সে নোকটা বেশ হিসেবি, ফি হাট হাবড়ায় কাপড় বেচে আসে।

পুরোহিত। দূর বোকা! তোর বাপের শ্রাদ্ধ তোর সম্বন্ধী করে দিবে তাওকি হয়? তোর ভাবনা কি, আমি যেমন দেখিয়ে দিব তেম্নি কর্‌বি যেমন বলে দিব তেম্নি বল্‌বি, তাকি পারবি না?

তাঁতি। তা আর পারবনা কেন? খুব পারব, মা কি বলিস্।

মাতা। তা না পারলে হবে কেন? তুই ত সেয়ানা ছেলে, কি বল গো পুরুত ঠাকুর।

পুরো। তা বটেত খুড়ি, তোর ছেলে না হবে কেন, তুই যখন বলেছিস ভক্তি আমাবস্থে রাসের দিন, তখনই বুঝেছি। তা আমি এখন চল্লাম।

(পুরোহিতের প্রস্থান)

ধার্য্যদিনে যথা সময়ে পুরোহিত উপস্থিত হইয়া যথা প্রয়োজন কাচাকুচি খোলা প্রভৃতি সাজাইয়া তাঁতিকে ডাকিলেন। তাঁতি আসিয়া আসনে বসিল।

পুরো। নে, গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা কর্।

তাঁতি। (পূর্ব্ব শিক্ষানুসারে) নে, গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা কর্।

পুরো। ওরে আমি করব কেন, তুই কর্।

তাঁতি। ওরে আমি করব কেন? তুই কর্।

পুরো। আরে বেটা ওকি?

তাঁতি। আরে বেটা ওকি?

পুরো। বেটা অধঃপেতে বলে কি?

তাঁতি। বেটা অধঃপেতে বলে কি?

তাঁতি মনে করিতেছে যে, এই শ্রাদ্ধ হচ্ছে।

পুরো। আরে বেটা বান্দর! বলিস্ কি?

তাঁতি। আরে বেটা বান্দর! বলিস কি?

পুরো। আরে মলো, আমার সঙ্গে সমান উত্তর?

তাঁতি। আরে মলো, আমার সঙ্গে সমান উত্তর?

পুরো। আরে গুখেকোর বেটা কচ্ছিস্ কি?

তাঁতি। আরে, গুখেকোর বেটা কচ্ছিস্ কি?

পুরো। বেটা এতবড় স্পর্দ্ধা, মার মুখে নাথি।

(বলিয়া পদাঘাত)

তাঁতি। বেটা এতবড স্পর্দ্ধা, মার মুখে নাথি,

(বলিয়া পদাঘাত)

ক্রমে দুই জনার বিলক্ষণ মারামারি উপস্থিত হইল, ভূমিতে পড়িয়া লুটপুটি,

কিছুদূর গড়াইতে গড়াইতে চলিল, এখন তাঁতির মা সেইস্থানে দাঁড়াইয়া শ্রাদ্ধ দেখিতেছিল, সে দেখিল দুইজনে গড়াইতে গড়াইতে আস্তাকুড়ের দিকে যায়। তখন সে বস্ত হইয়া এক কলসী জলে গোময় গুলিয়া যে দিকে আরওগড়াইয়া যাইবে, সেই সকল স্থানে ছড়াইতে লাগিল, ও সম্মার্জ্জনী দ্বারা পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিল।

এক প্রতিবেশী এই সকল কাণ্ড দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হাঁগা তুই গোবর জল দিচ্ছিস্ কেন? তাঁতির মা কহিল, বাবা! আমিত আগে জান্‌তাম না, যে শ্রাদ্ধ এতদূর গড়াবে, তা হলে বেশী জায়গা পরিষ্কার করে রাখাহ'ত. এখন কি করি, কাজেই গোবরজল দিয়ে দিতে হচ্ছে, প্রতিবেশী শুনিয়া অবাক্, কহিল, আর জায়গা পরিচ্ছন্ন করতে হবে না এখন ওদের মুখে জল দে, তোর শ্রাদ্ধের সময় একটা বড়দেখে পড়া জায়গায়, জায়গা করা হবে।

১০৩। দোলে বলিদান।

কএক ব্যক্তি একত্র বসিয়া পাঁঠার মাংসের প্রশংসা করিতেছে। একজন কহিল, আমি পাঁঠার ডাক শুনিলে এক পাতর ভাত খেতে পারি।

দ্বিতীয়। আঃ সেত সকলেই পারে, আমি পাঁঠা কাটার বাজনা শুন্‌লে (হস্তোত্তলন করতঃ) এই এত ভাত খেয়ে দিতে পারি।

তৃতীয়। আমি ভাই! পাঁঠা না হলে আদৌ খেতেই পারি না।

একজন ভদ্রলোক, এই কথাগুলি শুনিতেছিলেন, তিনি কহিলেন, ভাল, তবে তোমার আহার কিরূপে হয়? নিত্য মাংস ভোজন বিশেষ ধনাঢ্য ব্যক্তির ব্যতীত ঘটিতে পারে না, তোমার অবস্থা ত সেরূপ নহে।

তৃতীয়। আঃ মশায়! তাই জানেন না, বাগযোগ করে খেতে পারলে, রোজই পাঁঠা খাওয়া হতে পারে।

ভদ্র। কি করে?

তৃতীয়। আজ্ঞে, আমরা দুই দাদাভেয়ে এক সঙ্গে খেতে বসি, আমি ব্যা ব্যা করে ডাকি, দাদা হাম হাম করে খায়, আর দাদা ব্যা ব্যা করে, আমি গব,

গিব্ করে মেরে দি, এই রকমে থাই বড় তৃপ্তি হয়, কচু কুমড় যা থাকে, তাই মাংস মনে হয়।

ভদ্র। আহা! তোমরা কএকটীই দেখছি বৈষ্ণব চূড়ামণি।

তৃতীয়। মশায়! সে কথা বলছেন কি, আমার ঠাকুরমা, একবার দোল করলেন, পুজো হয়ে গেল, বাবা পাঁঠা নাইয়ে কামার ডেকে আনলেন, মুরুখ্যু পুরুত বেটা বল্লে, যে দোলে পাঁঠা কাটা হতে পারে না। শাস্তরে নিষেধ আছে, লোকে নিন্দে করবে, শুনে বাবার চখের জলে বুক ভেষে গেল, আমরা ক ভেয়ে বেঁউড়ে কেন্দে উঠলাম, জেঠামশায়, একপাশে বসেছিলেন, তিনি বল্লেন, তাই ত এ আনন্দের দিনে বাড়ীতে কান্না, এটাও ত ভাল নয়, তবে এক কম্ম করা হোক্, তিনি একজন বড় বিজ্ঞলোক কি না? বল্লেন যে, এই দোলেত ঠাকুররা মেড়া পুড়িয়ে খেয়েছিলেন, তবে একটা মেড়া কাটবার দোষ নাই, তাই হোক, শুনে বাবা বস্তে গেলেন, ধাঁ করে একটা মেড়া আনা হ'ল; এদিকে "ওমা দিগাম্বরী নাচগো রণে" বুক ভরা সুরখানা ঢাকঢোলের সঙ্গে বেজে উঠল্, আমাদের ধড়ে প্রাণ এল।

ক্রমে গুপ গুপ করে তিন চোটে বলিদান হয়ে গেল। খপ্পরের সরা না দিয়ে, একটা মালসায় কতকগুল ছোলা কলাই ও কলা দিয়ে রাখা হয়েছিল, কামার খানিকটে মাংস কেটে দিলে সমাংস মালসা নিবেদন কত্তে দেওয়া হ'ল পুরুত উচ্ছুগ্গু করে না, ভাল কর্ম্মে কত ব্যাঘাত, কোনমতে উচ্ছুগ্গু করলে না, তখন আমরা বল্লাম যে এত পাঁঠা নয় এ যে মেড়া কাটা হয়েছে, পুরুত তাও শুনলে না। জেঠা মশায় আমাদের ধমকে বললেন যে ওরে! কাটা বলিস না কাটা বল্লে ঠাকুর মশায় খাবেন না, বল্ যে মেড়া বনান হয়েছে। আরও বল্লেন যে ঠাকুর কেন নিবেদন করছ না এত খপ্পরের সরা নয়, এ যে মালসা, ঠাকুরত মালসাভোগ ভাল বাসেন। পুরুত তাও বুঝতে পারলে না তখন জেঠামশায় বল্লেন যে ওরে ঠাকুরে খায় না, দেখলেই সেবা হয়, ও নিবেদনই হয়েছে তোরা প্রসাদ পা। শুনে বাঁচলাম, আমরা মনে করেছিলাম এত বড় মালসাটা ঠাকুরে খাবে, এ লোকসান কি প্রাণে সয়? তখন আমরা কিছু কিছু প্রসাদ পেলাম, জেঠামশায় মালসাখানি প্রসাদ পেলেন, এত যে কষ্ট, সব জল দিয়ে নিবে গেল।

ভদ্র। আহা! তোমাদের অতি সদবংশ, সাক্ষাৎ প্রহ্লাদের বংশ বল্লেও অত্যুক্তি হয় না।

১০৪। গাদের মত চড়।

কোন নবীনা কৃষক কন্যা, তাহাদের ক্ষেত্রে বেগুণ তুলিতেছিল, কএকটী আথ্যাধারী ভদ্রলোক, সেই স্থান দিয়া যাইতে যাইতে তাহা দেখিতে পাইল, এবং তথায় দাঁড়াইয়া এক ব্যক্তি অন্যকে রসিকতা পূর্ব্বক কহিল, দেখ ভাই! কেমন ক্ষেত্র, আহা যেমন ক্ষেত্র, তেম্নি বেগুণগুলি সুন্দর। আমাদের এমন হয় না।

সেই শ্লেষময় বাক্য নবীনার গায়ে বাজিল, কহিল, মশায়! আপনাদের ক্ষেত্রে ফসল এরূপ না হতে পারে, কেননা আমাদের ক্ষেত্র, ঘরের লোকে আবাদ করে, সুন্দর আবাদ হয় ফলও সুন্দররূপ জন্মে। আর আপনারা বাবুলোক, পাঁচ পর দিয়ে জমি আবাদ হয়, মজুরের আবাদে ফলেরও শ্রী হয় না।

১০৫। সুমিষ্ট উত্তর।

কোন বড়লোকের বৈঠকখানা, নগরবাসী পারিষদগণের সহিত বাবুর রসালাপ হইতেছে, এমন সময় কোন সুরসিক ব্যক্তি উক্ত বাবুর সহিত আলাপ মানসে তথায় উপস্থিত হইলেন, বাবুর সভ্যেরা কহিলেন আপনার নিবাস ক্যোথা?

আগন্তুক। মহাশয়! আমার নিবাস বনোগ্রাম।

সভ্য। (উচ্চহাস্যে) তবে এখানে কেন? বন জঙ্গলের লোক এ স্থানের যোগ্য হতে পারে না।

আগন্তুক। সে কি মশায়, নগরে কি ভাল লোক জন্মে? নানা স্থানের ভাললোক এলেই নগরের শ্রীবৃদ্ধি হয়, দেখুন আঙ্গুর ফল বনে জন্মে কিন্তু নগরে আসিয়া বিক্রীত হয়।

১০৬। বিজ্ঞানশাস্ত্রের লিখন।

এক ব্যক্তির অত্যন্ত মাতা ধরায়, সে এক বিজ্ঞ ব্যক্তিকে কহিল, মহাশয়! আমার মাতাটা অতিশয় ধরিয়াছে, বড়ই যাতনা হইতেছে, নানা প্রকার করিতেছি কিছুতেই ছাড়িতেছে না, কি করি বলুন দেখি।

বিজ্ঞ। এক কর্ম্মকর, উত্তমরূপে বার কতক গাঁজা খাও দেখি, এখনই ছেড়ে যাবে। এ শিব বাক্য।

সে কহিল সেকি মহাশয়! এ যে নূতন চিকিৎসা দেখ্‌ছি।

বিজ্ঞ। নাহে এ নূতন চিকিৎসা নয়, বুঝতে পার নাই। শুনেছ, যে গাঁজা খেলে লক্ষ্মী পর্য্যন্ত ছেড়ে যান্ যখন লক্ষ্মীই ছাড়েন, তখন যে মাতা ছাড়বে না, তার মানে কি? এ সব বিজ্ঞানশাস্ত্রের লিখন।

১০৭। রাবণ বলিদান।

একব্যক্তি কোন দেবীর নিকট পাঁঠা দিব বলিয়া পূজা মানিয়াছিল, দৈবাৎ তাহার ইষ্ট সিদ্ধি হওয়ায়, সে একটী পাঁঠা লইয়া পূজা দিতে গেল, এখন পূজা বা বলিদান না হইতেই কামার কহিল যে দেখ বাবু মুড়িটী আমি পাই আর কারেও দিবেন না, ঢাকি কহিল মশায়। আমি এবাড়ীর ঢাকি, মাইনে পত্তর কিছুই নাই, কেবল পাঁটা পড়লে মুড়ি টা আমি পাই; মালি কহিল, আমি বারমাস মায়ের ফুলমালা যোগাই পাওনার মধ্যে প্রসাদী মুড়িটী, তা যেন আর কেউ লয় না। ক্রমে পুরোহিত কহিলেন বাপু! বলিদান হলে মুড়ীটী আমার প্রাপ্য, ও আর কারু নয়। শুনিয়া সে বিষমদায়ে পড়িয়া কহিল, মশায়! তবে আজ আমার পাঁঠা পূজো দেওয়া হল না, কারণ একটী পাঁঠা, মুড়ীও একটী কিন্তু বাড়ীর সকলেই বলে, মুড়ী আমি পাই, তবে আমি কারে মনঃক্ষুন্ন কর্‌ব? এবার একটা রাবণ ধরে আনি, তা নৈলে ত সকল দাবিদারের দাওয়া মিট্‌বে না।

১০৮। আবার গণ্ডুষ।

বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর—

এক আগুরির বাটীতে গুরু এসে উপস্থিত।

আগুরি তৎক্ষণাৎ মাত্র ক্ষেত্র কর্ষনান্তে বাড়ী আসিয়াছে গোগৃহে বলদ বন্ধন করিয়া ভাবিতেছে যে আর পারিনা, এই খেটে খুটে এত বেলায় এলাম, এর পর আবার রসুই করে খাওয়া কি অধর্ম্মের ভোগ, এ চাষের সময় মাগীর বাপের বাড়ী থাকবার সময় হ'ল?

গুরু। নারায়ণ মধুসূদন, কিগো রঘুনাথ। ভাল আছত বাপু?

আগুরি। কেগা ঠাকুরমশায় নাকি, আজ্ঞে আপনি এয়েছ আ বাঁচলাম, আজ্ঞ আর আস্তে এড়ালাম। তা আর কথার দেইনেই বেলাটা ঢের হয়েছে তামাক টামাক খেয়ে আপনি শীগ্‌ চান করে এস। আমি আন্নার যোগাড় করে দেই।

গুরু। আচ্ছা বাপু তাই তাইই হৌক,

গুরু স্নানে গেলেন, রঘুনাথ দুইজনের উপযুক্ত দুই সের পাকা চা'ল্, তদুপযুক্ত তরকারী মাছ ও দুগ্ধ আহরণ করিয়া রাখিল, ফুঁ পেড়ে পেড়ে বহুকষ্টে উনানটী জ্বালিয়া দিল, গুরুজী শিষ্যের ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার জন্য তেহাতা মার্কিনের মত হাতে বহরে সন্ধ্যাহ্নিক আরম্ভ করিলেন।

আগুরি। আজ্ঞে আপনি সন্দেটা হাত চালিয়ে সারো, নৈলে যে সন্ধে হবার জো হ'ল। উননটাও আবার নিবে চল্লো, এর পর কখন কি হবে?

রঘুনাথ এ পর্য্যন্ত কিছুই উদরে দেয় নাই, গুরু না এলে এতক্ষণ রাজার মত একটা ধামা মুড়ি আহার করত, কিন্তু অন্য কেউ নয় পেয়াদা বাবা, ঠাকুর মশায় না খেলে খেতে পারছেনা, খড়ানীর খড়ের মত হয়ে আছে, সেজে বাম দুপুরে কৃষাণ, এ দুইই সমান, তাতে ক্ষুধায় হত চেতন।

গুরু পাকশালায় যাইয়া পাক আরম্ভ করিল, রঘুনাথের ধড়ে প্রাণ আসিল, অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইলে, গুরু বিবেচনা করিয়া দুইখানী পাতে প্রায় সমভাবে পরিবেশন করিল, রঘুনাথ একপার্শ্বে বসিয়া সেবা দেখিতে লাগিল, গুরু গণ্ডুষ করিলেন, হাতে করিয়া একটু জল ভূমিতে ফেলিলেন, রঘুনাথ দেখিল গুরু ক্ষুধার তাড়নায় নিজ পাতের সমস্তগুলি আহার করিয়া ভোজন শেষের কর্ত্তব্য পুনরায় গণ্ডূষ করিলেন, রঘুনাথ আর সহ্য করিতে না পারিয়া কহিল একি একবার গণ্ডুষে একখানী পাত শেষ, কুকুর কেঁদে গেল, আবার গণ্ডুষ! এবারত আর কাজ নাই, আমি পালাই, এবার আমায় খাবে, ও বাবা এঠাকুর মশায় নয়, এ পাতখানী ধরবে। ক্ষুদে——আবার গণ্ডুষ।

কএকটী গল্পফাও।

১। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।

রাম ও যদু নামক দুইটী ভদ্রলোকের বিষম বিরোধ উপস্থিত, রাম যদুর নামে ফৌজদারীতে মারপিট ও মাল তছরুপের দাবী দিয়া মিথ্যা নালিস উপস্থিত করিল, হাকিম উভয়পক্ষের সাক্ষী ও আসামী যদুকে শমন করিয়া কোর্টে হাজির করাইলেন, আসামী জনৈক উপযুক্ত মোক্তার নিযুক্ত করিল। হাকিম বাদীর এজেহার লইলেন।

হাকিম। রাম! যদু তোমায় কেন মারিয়াছে? আর কোথায় মারিয়াছে?

রাম। ধর্ম্মবতার! আমি একটী ছোট ধামা করিয়া চিনি পনের সের খরিদ করিয়া লইয়া আসিতেছি, যদু যাইতেছে, পথের মধ্যে খানিকটা রাস্তা ভাঙ্গা থাকায় জল দাঁড়াইয়া সেস্থানটায় জল কাদা হইয়া আছে, উভয়েই সেই জলে নামিয়াছি এখন দৈবাৎ উচুনিচুতে আমার পা পড়িয়া জল ছিটকাইয়া যদুর গায়ে লাগে যদু সেই রাগে আমাকে যা মুখে আসিল তাই বলিয়া গালাগালি দিতে লাগিল, আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম যদু শুনিল না আরও সকার বকার বলিতে লাগিল। তখন আমার আর সহ্য হইল না; আমিও কিছু গালি দিলাম সে গালির ওজন কিছু বেশী চড়া নয়, কিন্তু যদু আমা অপেক্ষা বলবান, ঝড়ে যেমন কান্দি সহিত কলাগাছ ফেলে দেয়, যদুও তেম্নি আমার চিনির ধামা সমেত সেই জলে আমাকে ফেলিয়া দিল, আমার সমস্ত চিনি জলে পড়িয়া গলিয়া গেল, ধর্ম্মাবতার পনের সেরের দাম পনের সিকা আমার ক্ষতি হইয়াছে, ও কিল চড়ের আঘাতে আমার শরীরে বড়ই বেদনা বোধ হয়েছে, হুজুর! সুবিচার করিবার আজ্ঞা হয়।

হাকিম। কি যদু! তুমি রামকে মারিয়াছ? আর রামের চিনি লোকসান করিয়া দিয়াছ?

যদু। ধর্ম্মাবতার! আমি ইহার কিছুই জানিনা, রামের নালিস সর্ব্বৈব মিথ্যা। হুজুর প্রমাণ গ্রহণ করিয়া মিছিল করিবার আজ্ঞা হয়।

যদুর মোক্তার। ধর্ম্মাবতার! এস্থলে প্রমাণ লওয়া যায়, যে সেই স্থানের জল, রামের চিনি পড়িয়া মিষ্ট স্বাদ হইয়াছে কিনা?

হাকিম আদালতের লোক দ্বারা নির্দ্দিষ্ট স্থানের জল আনাইয়া যদুর মোক্তারকে পরীক্ষা করিতে কহিলেন, বাস্তবিক জলে চিনি পড়া নয়, তাহা হইলে সে স্থানের অল্প পরিমিত জল পনের সের চিনি পড়িয়া অবশ্যই মিষ্ট স্বাদ হইত।

মোক্তার ঐ জল মুখে দিলেন; মিষ্ট লাগিল না, কহিলেন রামের মিথ্যা

নালিস, জল মিষ্ট স্বাদ নহে, হুজুর পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

রাম দেখিল মিছিলটা যায়, আমাকেই মিথ্যা অভিযোগের দণ্ড লইতে হইবে, এই ভাবিয়া বলিল, ধর্ম্মাবতার! আপনার ও জল পরীক্ষা করা হবে না আমার মিছিল যায় তাতে দুঃখ নাই কিন্তু আপনি রাজপ্রতিনিধি, রাজা সামান্য মনুষ্য নহেন সাক্ষাৎ দেবতা, ও জল হুজুরের মুখে দেওয়া হবে না, মোক্তারমশায় যদি আমার বিপক্ষের মোক্তার না হতেন তাহলে মোক্তারবাবুকেও নিষেধ কর্‌তাম, তা আর কেউ মুখে দেয় দিক্, কিন্তু হুজুরের মুখে দেওয়া হবে না।

হাকিম। কেন, কি হইয়াছে বল।

রাম। ধর্ম্মাবতার! সেই যায়গার জল অতি অল্প, আমি যদুর মেরের চোটে সেই জলে প্রায় দুবটী প্রস্রাব করে ফেলেছি, তাই বলছি যে আপনার মুখে দেওয়া হবে না, মোক্তারমশায় আমার বিপক্ষের মোক্তার বলেই কিছু বলি নাই।

পরে যে কি হইল, তাহা বলা উদ্দেশ্য নহে, এক্ষণে মোক্তারমশায়ের দশার কি হয়?

২। সুবুদ্ধির পরিচয়।

রাজা। অমাত্য! একটা দুশ্চিন্তায় আমাকে বড় কাতর করেছে।

মন্ত্রী। রাজন্! আপনি সসাগরা ধরার এক মাত্র অধীশ্বর, আপনার এমন চিন্তা কি?

রাজা। কি জান, আমরাও প্রাচীন হয়েছি, অস্ত গমনোন্মুখ দিনমনির ন্যায় অচিরেই অদৃশ্য হইব, দেখ লোকে বলে "পাকা ফল আর কদিন থাকে গাছে বোঁটা খসলেই হ'ল। অতঃপর এই রাজ্য রক্ষার উপায় কি হবে, রাজপুত্রটী যে বুদ্ধিমান হয়েছেন, তাতে রাজলক্ষ্মীর বগী তৈয়েরি জানবে।

মন্ত্রী। কেন কিরূপ বুদ্ধিমান?

রাজা। আরে আমি গত রাত্রে শয়ন কালে তারে বল্‌লাম যে বাবা! দোরে হাঁক দিয়ে এস, সে কল্‌লে কি, দোর গোড়ায় গিয়ে চৌকিদারের মত হো করে হেঁকে উঠল, আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে ও কি?

সে বল্লে, কেন আপনি যে হাঁক দিতে বল্লেন। তা মন্ত্রি! এমন ছেলে যে রাজ্য রক্ষা কর্‌বে তা বুঝা গেছে, তবে মন্ত্রী ভাল হলে চল্‌তে পারে, তোমার পুত্রটী কেমন? লেখা পড়া বেশ শিক্ষা হচ্ছে ত?

মন্ত্রী। আজ্ঞে না, সেটা আমি বুঝে সুজেই বন্ধ করে দিয়েছি, কেননা তাতে যে ব্যয় হবে, সে অর্থটা সংস্থান থাক্‌লে পরিনামে তার উপকার হতে পার্‌বে।

রাজা। কেন এ কিরূপ কথা?

মন্ত্রী। আজ্ঞে তারও বুদ্ধিটা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

রাজা। কেন মন্ত্রীর পুত্র কি মন্ত্রী হতে পার্‌বে না?

মন্ত্রী। রাজার পুত্র যদি রাজা হতে না পারেন, তবে মন্ত্রী পুত্র কিরূপে মন্ত্রী হবে? তবে ভগবানকে ধন্যবাদ দি, তিনি রাজা মন্ত্রীর ঠিক মিল করে পাঠিয়েছেন।

রাজা। কথাটা কি?

মন্ত্রী। মহারাজ! আমার বাড়ীর মধ্যে একখানী পাকা বাঁসের প্রয়োজন হওয়ায় তাকে বল্লাম যে ওহে! তুমি লোকটা সঙ্গে লয়ে যাও, গিয়ে বেশ ভাল দেখে একখানি পাকা বাঁস কাটিয়ে আন। সে যে আজ্ঞা বলে চলে গেল। প্রায় ছয় সাত ঘণ্টা বাদে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, মহাশয়! পাকা বাঁস ত কোন ঝাড়ে পাওয়া গেলনা, আমি প্রায় দুশ খানা বাঁশ টিপে দেখেছি যে খানা টিপি, সেই খানাই সক্ত;' একখানাও পাকা দূরে থাক, ডাঁসায় নাই। শুনে আমি বল্লাম হরয়ে নমঃ। একে যে মন্ত্রিত্ব দিলেই হয়। ইনি ঘুঘু বগলে করে ধরাতলে অবতীর্ণ হয়েছেন।

৩। জমিদারের ছেলে।

অধিকাংশ জমিদারের ছেলেরা লেখা পড়ায় প্রায় মূর্ত্তিমতী সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী হয়ে থাকেন, কালির চিহ্নমাত্র থাকে না, তাঁরা জানেন, যে কালির আঁখর পাড়লে ধার হয়, আর লেখা পড়ার প্রয়োজনই বা কি? কর্ম্মচারীগণ বিষয় কর্ম্ম দেখিবে, তালুক হতে টাকা আসিবে, তাঁরা ঘরে বসে সর্গ সুখ অনুভব করবেন আর বংশবৃদ্ধি করবেন। এইত অর্থের সার্থকতা। বিশেষ মহাজনেরা (আমার মত) বলে গেছেন, যে "লিখিব পড়িব মরিব দুখে, মৎস ধরিব খাইব সুখে"। লেখা পড়া শেখাটা সুখের কারণ নয়। তবে দস্তখত করাটা চাই, সে জন্য কিছু লেখা আবশ্যক।

এখন এক জমিদারের ছেলে ঐ নিয়মে তৈয়ারি হয়েছিলেন, এক দিন কর্ত্তা বাবুর কাছে তাঁর উপযুক্ত ছেলে বসে কাছারি করছেন, এমন সময় তালুকের এক চালান টাকা আমদানি হইল আরিন্দা টাকার তোড়া ও চালান খানি ফেলিয়া দিল, কর্ত্তা বাবু ছেলে বাবুকে চালানখানী দিয়া কহিলেন, যে দেখত গা, কত টাকার চালান? এখন চালানে লেখা ছিল ৬৬৬৬৲ টাকা। ছেলে বাবু চালান পড়িয়া কহিলেন। মশায়! টাকার কথা ত কিছুই লেখা নাই, এতে লেখা আছে ড ড ড ড।

৪। ডাক্তার ও সর্ণকার।

পূর্ব্বে ডাক্তার বলিলে বহুবিদ্যাবিশারদ চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তিকে বুঝাইত, কিন্তু এক্ষণে ডাক্তার শব্দে দাড়ি বা টেরিধারী ঘড়ি,চেন শিল আংটি ও ইংলিসকোট পিচের ছড়ি বিশিষ্ট কোন ব্যক্তিকে বুঝায়; লেখা পড়া কেউ জানেন কেউ বা তত্ত্বস্থ স্বীকার করেন নাই, শিক্ষিত ডাক্তারগণের ধরণ ধারণ

দেখে শুনে একখানা করে তুলে ডাক্তার নামা খুলে বসেছেন, এরা তাঁদের ব্লটিং পেপার। তবে মহৌষধি কুইনাইনের গুণে অনেকেই দশ টাকা উপায় করে মান্যগণ্য হয়ে উঠেছেন।

এই প্যাটানের একজন ডাক্তার এক সর্ণকারের দোকানে অলঙ্কার গড়াইতে দিতে বসেছেন, স্বর্ণকার একে খরিদদার তাতে ডাক্তার বাবু (একে বাবা তায় বয়সে বড়) বলে বিশেষ খাতির কর্‌ছে।

ডাক্তার। দেখহে সর্ণকার ! যেন আমার গহনায় তঞ্চক না হয়।

সর্ণকার। কেন মশায় ! তঞ্চক কি সকলেই করে ?

ডাক্তার। হাঁ করবারই কথা।

সর্ণকার। কেন ?

ডাক্তার। বলি শোন, এক চোর সিঁদ কাঠি লয়ে চুরি কর্‌তে যাচ্ছে, এখন কোন মনুষ্য বেশধারী দেবতা তা দেখে নিকটস্থ হয়ে বল্লেন যে বাপু ! তুমি কেন এই দুষ্কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হয়েছ কোথা গলি ঘুঁচতে যাবে সাপে খাবে কি বাঘে খাবে, কিম্বা ধরাপড়ে মার খাবে জেলে যাবে কেন এমন কর্ম্ম কর।

চোর কি করি মশায় পেটের দায়ে ভালমন্দ বিবেচনা থাকে না।

দেবতা। ভাল, আমি এক পরামর্শ দি, তাই করগে, তাতে চুরি করা ও বিলক্ষণ পয়সা পাবে আর জানিয়ে চুরি জেল টেল হবে না।

চোর। কি মশায় বলুন না।

দেবতা। তুমি সর্ণকারের কাজ করগে, তা হলেই তোমার সুখে থাকা হবে, আর চোর না হয়ে চুরি করা হবে, এ ব্যবশাটা এই বরাদ্দের।

সর্ণকার। মশায় ঠিক আজ্ঞা করেছেন, যেমন আপনাদের ডাক্তারই কার্য্য।

ডাক্তার। ডাক্তারই কার্য্য কি ?

সর্ণকার। সভ্যতার খোলস ধারী ট্যাঙ্গারু।

ডাক্তার কি রকম ?

সর্ণকার। এক ঠ্যাঙ্গিয়ে মারা দস্যু, নাটী ঠ্যাঙা লয়ে কোন নদী তীরে আপন স্বার্থের অনুসন্ধান করছে, এখন এক গরিব ব্রাহ্মণ সেই পথ দিয়া যায় দস্যু আক্রমণ কর্‌ল, ব্রাহ্মণ প্রাণভয়ে ভীত, আপন দুর্দ্দশা দেখায়ে বল্লেন, যে কেন বাবা ব্রহ্মহত্যা করবে আমি বড় দুঃখী, আমার কিছুই নাই, তবে তুমি যদি দয়া করে একটী পয়সা আমায় দাও, তা হলে আমি জলখেয়ে বাড়ী যাই দস্যু বুঝিল সত্য কথা, না মারিয়া ক্ষমা করিল। ব্রাহ্মণ কহিল বাপু ! আমি তোমায় এক সৎপরামর্শ দিই শোন আর সেই মতে কার্য্য কর সুখী হবে, তুমি আমার প্রাণ দান দিলে, আমি তোমার কিছু উপকার করি, তুমি এক কর্ম্ম কর, তুমি তোমার বাড়ী গিয়ে, যা কিছু আছে বেচে কিনে কিম্বা কর্জ্জ করে একটী ডাক্তার থানা

কাগে বড় সুখী হবে এমন অচিরাৎ বাবু হয়ে উঠবে আর দেখ এতে ভাগী নাই সাগী নাই, রাজ শাসনের ভয় নাই তোমার এই ঠেঙ্গিয়ে মারার সাধ মিট্‌বে, পয়সা বেশ পাবে, আর লোকের কাছে মানে থাকবে তোমার এ কর্ম্মে অনেক ভয়। দস্যু সেই দিন হতে তাই কর্‌ল, এখন তার সুখ দেখে কে, তা আপনাদের ঠ্যাঙ্গামারা কাজ ডাক্তার বুঝিলেন, হাঁ গালের মত চড় বটে।

৫। নূতন বাবু ও গানের মজলিস।

কৃষিকার্য্যের কল্যাণে পল্লীগ্রামে অনেকেই সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়াছে কিন্তু অদ্যাপি তাহাদের নীতিজ্ঞান বা সভ্যতা শিক্ষা হয় নাই, না হৌক, লোকে বলে যেখানে মধু, সেইখানেই মাছী, তাহার নিকট অধ্যাপক যাইয়া ভট্টীকাব্য ও পদাঙ্কদূতের শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া, বক্তৃতাওয়ালা "বাণির্য্যে বসতি লক্ষ্মী স্তদর্দ্ধং কৃষি কর্ম্মণি" প্রভৃতি উদাহরণ প্রদান করতঃ কৃষি যে সর্ব্ব প্রধান ও মনুষ্য জীবনের সার কর্ম্ম তদ্‌বিষয়ক বক্তৃতা করিয়া, অধিক কি কথক, গণক, গায়ক, ও বাদক প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ কেরামত দেখাইয়া বাবুকে সন্তুষ্ট করে, অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিয়া থাকে, বলিতে গেলে বেশি হয়, হয় ত, কোন ফটোগ্রাফার সেই বাবুদিগের মদন মোহন চেহারা তুলিতে হাজির।

একদা উল্লিখিত কসমের এক বাবুর বাটীতে বিদেশী কোন গায়ক ও বাদক উপস্থিত, তাহাদের আকিঞ্চনে বাবুর সবান্ধবে গান বাজনা শুনিবার বাসনা হইল, সন্ধ্যার পর মজলিস লোকারণ্য! শুভ কেরোসিনের আলো, ও হাঁড়ি সাজার আগুণ (তামাক খাওয়ার জন্য) প্রস্তুত হইল। গায়ক তম্বূরা এবং বাদক মৃদঙ্গখানী মিলাইয়া লইলেন।

বাদক। কর্ত্তা বাবু! মৃদঙ্গের জন্য কিছু আটা চাই, হুকুম করিয়া দিন।

কর্ত্তা বাবুর বুদ্ধিখানী আমারই মত, পর্ব্বতাকার সুক্ষ্ম, তিনি (মনে করিলেন বাজিয়ে বুঝি আটা খাইবেন এই বিবেচনায়) কহিলেন,

তাইত মশায়! আটা ত এখানে পাওয়া যায় না তা—চিঁড়ে মুড়কি দিলে চলবে না কি? তখন কর্ত্তার উত্তর শুনিয়া বাদক ও গায়ক মনে মনে করিতে লাগিলেন যে হা ভগবান্! হারে পয়সা! এমন লোকের কাছেও আমরা গান বাজনা কর্‌তে এসেছি।

৬। বৈদ্যকবিভূষণ ও তিলি বাবু।

তিলি বাবু কলিকাতা এই প্রথম দেখে এসেছেন, পল্লিগ্রামের অনেক ব্যক্তি কলিকাতার কথা শুনতে তাঁহার বৈটকখানায় উপস্থিত বাবু কলিকাতার নানা কথা কহিতেছেন এমন সময় কবিভূষণ মহাশয় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, কি কথা হইতেছে?

বাবু। আজ্ঞে, আমি গত কল্য কলিকাতা হতে এসেছি, তাই সেখানকার কথা হচ্ছে।

কবি। হাঁ বলত বাবু কলিকাতা কেমন দেখলে, তথাকার সৌন্দর্য্য কিরূপ?

বাবু। দেখলাম তথায় বেশ্যালয়ই অধিক, তাদের পরিচয়ে জানা গেল অধিকাংশ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, বারুই ও তাঁতি প্রভৃতি জাতিই অধিক, কিন্তু আমাদের তিলি জাতি একটীও দেখা গেল না।

ব্রাহ্মণ বৈদ্য বলায় কবিভূষণ ঈষৎ কুপিত হইয়া কহিলেন, বাবু যথার্থই বলেছ তিলি জাতি প্রায়ই নাই তার কারণ, তাদের বাহিরে যাবার প্রয়োজন হয় না, কেননা জাতবৈষ্ণবের ভেকে আবশ্যক থাকে না। অন্যজাতির ভেক না নিলে বৈষ্ণব হওয়া হবে কেন?

বাবু অধোবদন।

৭। বাবু ও পণ্ডিত।

বাবুর বৈটকখানা লোকারণ্য, কর্ম্মচারী উমেদার কন্যাদার সভাপণ্ডিত, উঠনদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত নানাবিধ কথোপকথন চলিতেছে, এক অধ্যাপক আপন পুত্রের সুশিক্ষার পরিচয় দিবার জন্য পুত্রকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত। বাবু অধ্যাপক দর্শনে অভ্যর্থনা করিলেন অধ্যাপক পুত্রের সহিত উপবেশন করিলেন।

বাবু। মহাশয়! এ বালকটী কে?

পণ্ডিত। আজ্ঞে আমারই পুত্র।

বাবু। (রসিকতা পূর্ব্বক) সেকি আপনার পুত্র? তবে এমন কুৎসিত কেন? পুত্র ত প্রায় পিতৃ আকার প্রাপ্ত হয়, আপনি যেরূপ রূপবান তাতে পুত্র এমন কুরূপ হওয়া উচিত হয় নাই। দেখুন দেখি আমার পুত্র কেমন হয়েছে।

পণ্ডিত। মহাশয়! যথার্থ বলেছেন, তবে কি জানেন আমাদের এক মিস্ত্রীর তৈয়ারি এক ঢালে গড়ন, ভাল মন্দ যা হয় হয়ে যায়, আপনাদের বড় লোকের কাণ্ড অনেক ভাল ভাল মিস্ত্রীর নির্ম্মাণ, ভাল বৈ মন্দ হয় না কারণ আর কিছুই নহে।

রসজ্ঞ বাবু বহু পুরস্কার করিলেন।

৮। কবিবর ভারতচন্দ্র ও বাবুগণ।

কতকগুলি কলিকাতা বাসী কৃষ্ণনগরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন একদা রসিক সিরোমণি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় উপস্থিত হইলে, রাজা জিজ্ঞাসিলেন আপনারা পল্লীগ্রাম কেমন দেখিলেন ?

বাবুগণ। মন্দ নয় তবে দেখা গেল এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের পাগুল প্রায় মোটা মোটা।

সভাপণ্ডিত ভারতচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন তিনি কহিলেন হাঁ বাবুরা ঠিক তর্ক করেছেন এ প্রকৃত কথা, কেননা বাবুদিগের সহরের স্ত্রীলোকদিগে দেখেছি তাদের পাগুলা সরু সরু কিছু ছিনে পড়া তা বাবু এর কারণও অনুমান করা হ'য়েছে। কি জানেন, পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদাই গৃহ কার্য্য করে কেহ গোময় ধেঁতলায়, কেহ ধান ভানে এইরূপে পার ধকল অনেক হয় শরীরের রসরক্ত পায়ে নেমে থাকে আর সহরের স্ত্রীলোকদিগের পা সর্ব্বদাই তোলা থাকে রস নাম্‌তে পারে না কাজেই সরু হয়, দেখুন উর্দ্ধ বাহুর হাতে মাস লাগে না।

সম্পূর্ণ।

Printed by
N. G. BANERJEE,
AT THE ANGLO INDIAN PRESS,
No. 1, Swallow Lane,
Calcutta.